বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত
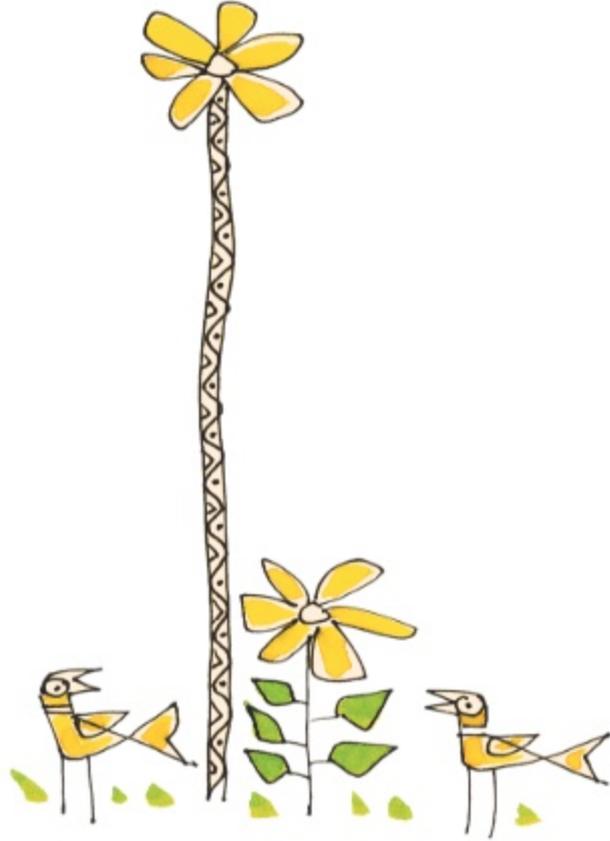
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. আব্দুল মালেক
ড. ইশানী চক্রবর্তী
ড. সেলিনা আক্তার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

ইবতেদায়ি স্তর মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণে পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ইবতেদায়ি স্তরে **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক নির্দেশনা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বিষয়টির মাধ্যমে মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভূখন্ড সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে।
- ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে।
- একই সাথে সামাজিক আচরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-সংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটির সাথে শিক্ষার্থীরা এখন পরিচিত। কিন্তু তারা এখনও পঠনে সাবলীলতা অর্জন করেনি এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকটিকে শিশুদের জীবন উপযোগী করতে শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। এজন্য বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভান্ডার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়

এই পাঠ্যপুস্তকে ১২টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলোকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে। এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষক সংস্করণে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি অধ্যায়কে ২ থেকে ৬টি বিষয়বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুতে একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে দুটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করা হয়েছে, যেখানে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে বাম দিকের পৃষ্ঠায় এবং নির্ধারিত কাজ ও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। এর ফলে শিক্ষক সহজেই পাঠের সাথে শিখন কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজেই নির্দেশিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পাশের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবে।

পাঠ

প্রত্যেক বিষয়বস্তুর জন্য দুটি করে পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১২টি অধ্যায় শেষ করতে সারা বছরে ৯৬টি পাঠের প্রয়োজন হবে। যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশ বই থেকে পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ করাবেন। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া আছে। এই শিখনফলগুলো শিক্ষক সংস্করণে

প্রতিটি পাঠের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিখনফল অর্জন হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে পারবেন।

নির্ধারিত কাজ

বইটিতে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসব কিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য-সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে।

শিক্ষকের জন্য পরামর্শ থাকবে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করবেন। প্রতিটি বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও বিকাশ হবে।

এসো বলি : বলার কাজে নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করতে এবং অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হবে। 'এসো বলি'-তে শিক্ষার্থীদের গোটা শ্রেণির কাজে সবার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখে দেওয়া। বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা সঠিক বানান শিখতে পারবে যা তাদের লেখার কাজে সহায়তা করবে।

এসো লিখি : লেখার কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে। যেমন শিক্ষার্থীরা প্রথমে তালিকা তৈরি করবে, এরপর তথ্য বিভাজন ও শ্রেণিকরণের কাজ করবে এবং আরও পরে বাক্য সম্পন্ন করার কাজ করবে।

আরও কিছু করি : এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে, যেমন- অঙ্কন বা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আরও গভীরে যাবে। যদিও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে কিছু সময় বেশি লাগবে, তারপরও এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য স্মরণীয় শিখন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যাচাই করি : গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' দেওয়া হয়েছে। এখানে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এককথায় উত্তর এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

শিক্ষার্থীদের কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের দলীয়, জোড়ায় ও একক কাজ সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন কাজের জন্য কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবে কোন কাজের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও দলে ভাগ হতে হবে।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি, শব্দভাণ্ডারের আগে শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নে সহায়তার জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শেষে অধ্যায়ভিত্তিক কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

সূচিপত্র

১ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	২
২ ব্রিটিশ শাসন	১০
৩ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১৮
৪ আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প	৩০
৫ জনসংখ্যা	৪০
৬ জলবায়ু ও দুর্যোগ	৪৮
৭ মানবাধিকার	৫৬
৮ নারী-পুরুষ সমতা	৬৪
৯ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৮
১০ গণতান্ত্রিক মনোভাব	৭৬
১১ বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী	৮০
১২ বাংলাদেশ ও বিশ্ব	৯০
• নমুনা প্রশ্ন	৯৬
• শব্দভাণ্ডার	১০০

২০২৫

অধ্যায় ১

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন আছে। এই নিদর্শনগুলো থেকে আমরা অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।

মহাস্থানগড়

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এই নিদর্শন। মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।

এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- চওড়া খাদবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গ
- প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি
- মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় ভগ্নাবশেষ
- পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য, ধাতব মুদ্রা, পুঁতি
- ৩.৩৫ মিটার লম্বা 'খোদাই পাথর'

মহাস্থানগড়

উয়ারী-বটেশ্বর

নরসিংদী জেলার উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুইটি গ্রামে প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন নগরসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাটও পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি।এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা ফেলে আসা সময়কে যেমন জানতে পারি, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যকে বর্তমানে ধরে রাখতেও পারি।

উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শনসমূহ

ক | এসো বলি

প্রাচীন নিদর্শনগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন কেন, শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো থেকে আমরা কী জানতে পারি?

খ | এসো লিখি

পাথরে খোদাই করা দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তির চিত্রটি লক্ষ কর। যারা এটা দেখেনি, তাদের জন্য এটি সম্পর্কে বর্ণনামূলক একটি রচনা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

পর্যটকদের জন্য মহাস্থানগড়ের একটি আকর্ষণীয় পোস্টার তৈরি কর। মহাস্থানগড়ের কোন কোন জিনিস মানুষকে আকৃষ্ট করবে?

খোদাই পাথর

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

মহাস্থানগড় খ্রিস্টপূর্ব .... অব্দের কাছাকাছি .... সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহন করে।

২ পাহাড়পুর ও ময়নামতি

পাহাড়পুর

এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়। পাহাড়পুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এখানে ২৪ মিটার উঁচু গড় রয়েছে, এটি 'সোমপুর মহাবিহার' নামেও পরিচিত।

পাহাড়পুর

এই চমৎকার বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ আছে। এছাড়া এখানে মন্দির, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পাকা নর্দমা আছে। এখানে পাওয়া গেছে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ও টেরাকোটা।

ময়নামতি

ময়নামতি

অষ্টম শতকের রাজা মাণিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনি এই জায়গার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের কাছে ময়নামতি অবস্থিত।
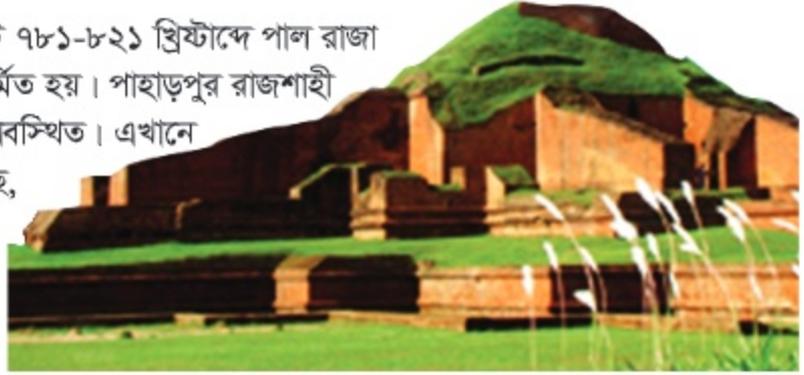
এটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক, যেমন: বেজির সঙ্গে যুদ্ধরত গোখরা সাপ, হাতি ইত্যাদি। এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথরের ফলকের নিদর্শনও আছে।

ক| এসো বলি

পাহাড়পুর ও ময়নামতির মধ্যে কোন স্থানটি তোমরা দেখতে যেতে চাও তা একজন সহপাঠীর সাথে আলোচনা কর। স্থানটি দেখতে চাওয়ার কারণগুলো কী কী?
কীভাবে তোমার পরিবারের সদস্যদের এ স্থানটিতে যেতে রাজি করাবে?

খ| এসো লিখি

ছবিতে দেওয়া এই চমৎকার পোড়ামাটির ফলকটি পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে। পর্যটকদের উদ্দেশে প্রকাশিত লিফলেটের জন্য ফলকটি সম্পর্কে একটি উপযুক্ত বাক্য তৈরি কর।

গ| আরও কিছু করি

মনে করো, তুমি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তুমি পাহাড়পুর আবিষ্কার করেছ। সেখানে খনন করার পর তুমি যা যা খুঁজে পেতে পার, সেগুলোর বর্ণনা দাও।

ঘ| যাচাই করি

নিচের নিদর্শনগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া গেছে। যে বিষয়টি যে স্থানের, ছকে সে অনুযায়ী লেখ।

উঁচুগড়   বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন   গোপন কুঠুরি
অষ্টম শতক   বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল   বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল

পাহাড়পুর	পাহাড়পুর ও ময়নামতি	ময়নামতি

৩ সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা

সোনারগাঁও

সোনারগাঁও লোক শিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সতেরো শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন। সোনারগাঁও ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও মধ্যযুগে বাংলার সুলতানদের রাজধানী ছিল। এখনও সেখানে সুলতানি আমলের অনেক সমাধি রয়েছে, যার একটি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার। ১৬১০ সালে এক যুদ্ধে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ পরাজিত হওয়ার পর সোনারগাঁও-এর পরিবর্তে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়। উনিশ শতকে সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে এখানে পানাম নগর গড়ে ওঠে। সোনারগাঁও-এর গৌরব ধরে রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে এখানে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিল্প জাদুঘরটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

লালবাগ কেল্লা

ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ সালে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করা হয়। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ্ এই দুর্গটির নির্মাণ কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। দুর্গটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় মোগল শাসকগণ তাঁবু টানিয়ে বসবাস করতেন। দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ এবং একটি তিন গম্মুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। দুর্গের ভেতরে রয়েছে পরী বিবির মাজার। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
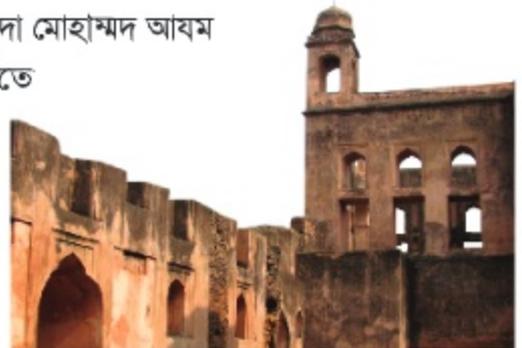
লালবাগ কেল্লা

ক| এসো বলি

মানুষ কেন যুগে যুগে নদীর ধারে গুরুত্বপূর্ণ শহর নির্মাণ করেছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

নিচের স্থানগুলোতে উল্লেখযোগ্য কী কী দেখার আছে সেগুলো লেখ। কাজটি দুজনে মিলে।

স্থান	
সোনারগাঁও	
পানাম নগর	
লালবাগ কেল্লা	

গ| আরও কিছু করি

মাদ্রাসা কিংবা স্কুল থেকে সোনারগাঁও শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।

পানাম নগর

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

সোনারগাঁও-এর নির্মাণকাল ....

....

৪ আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নির্মিত বাংলার নবাবদের রাজপ্রাসাদ। মোগল আমলে জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহ্ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। আঠারো শতকে তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ প্রাসাদটিকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন। ১৮৩০ সালে খাজা আলিমুল্লাহ্ ফরাসিদের নিকট থেকে এটিকে ক্রয় করে আবার প্রাসাদে পরিণত করেন। এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করে খাজা আব্দুল গণি একটি প্রধান ভবন নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে ভবনটির নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।

আহসান মঞ্জিল

১৮৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এবং ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তা মেরামতও করা হয়। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রাসাদটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর এর প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

এই প্রাসাদে রয়েছে লম্বা বারান্দা, জলসাঘর, দরবার হল এবং রংমহল। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রাচীন স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, তারপরও সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত কি না, এ নিয়ে শ্রেণিতে একটি বিতর্ক আয়োজন কর। বিতর্কে দুইটি দল পক্ষে ও বিপক্ষে বলবে। দলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

খ| এসো লিখি

এই অধ্যায়ে চারটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক স্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সময়ের পাশে সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লেখ। কাজটি দুজনে মিলে কর।

সময়	যা ঘটেছে
খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক	
৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	
সতেরো শতক	
উনিশ শতক	

গ| আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে যে চারটি সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর। প্রতিটি সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থান ও নিদর্শনগুলোর ছবি দাও।

নিচের অংশ পড়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলোর নাম লেখ :

ক. মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল ....

খ. এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি ....

গ. এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথর ফলকের নিদর্শনও আছে ....

ঘ. দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশ পথ এবং একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে ....

অধ্যায় ২

ব্রিটিশ শাসন

১ ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ

মোগল আমলে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ব্যবসা করতে ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা টিকে থাকে। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ১৬০০ সালে তারা ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলার সম্পদের জন্য এই অঞ্চলের প্রতি ইংরেজদের আগ্রহ ছিল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তিনি ১৭৫৬ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন। তরুণ নবাবের সাথে তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যের, বিশেষ করে খালা ঘষেটি বেগমের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। এছাড়া রায়দুর্লভ এবং জগৎশেঠের মতো বণিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন তিনি।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
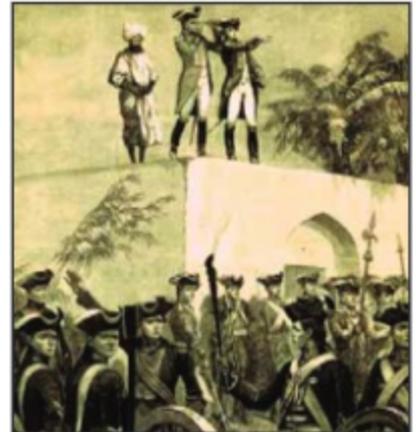
পলাশির যুদ্ধ

এই বণিকেরা অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন। রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর জয় হয়। পরে নবাবকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলায় ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. ইংরেজরা কেন ভারতে এসেছিল?
২. বাংলার প্রতি ইংরেজদের কেন আগ্রহ ছিল?
৩. ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কারা বাংলা শাসন করে?
৪. নবাবের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করে?
৫. নবাব কেন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন?
৬. পলাশির যুদ্ধের পরে কী হয়েছিল?

খ | এসো লিখি
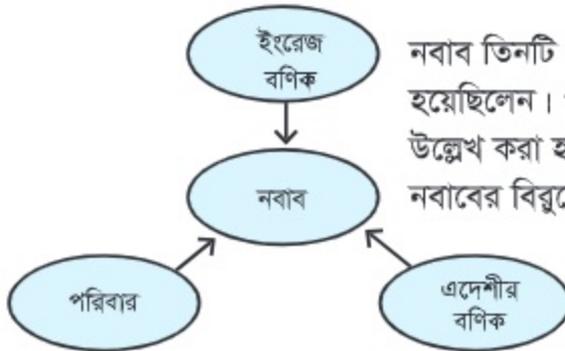
নবাব তিনটি পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। পাশের চিত্রে পক্ষগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো। কোন পক্ষে কারা এবং কেন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

মোগলরা বাংলাকে বলত 'যেকোনো জাতির স্বর্গ'। বাংলার প্রতি বিদেশি শক্তিগুলোর আগ্রহের কারণগুলো লেখ।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

পলাশির যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ১৮৫৭ খ. ১৯৪৭ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৭৫৭

২ বাংলায় ব্রিটিশ শাসন

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছর এদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে, ইতিহাসে যা কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত। কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। প্রায় একশ বছর পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহ করে। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও শাসনব্যবস্থা আগের মতো চালাতে পারেনি। কোম্পানির শাসন রদ করে ১৮৫৮ সালে বাংলাসহ সমগ্র ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রানি সরাসরি নিজ হাতে তুলে নেয় যা চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

ব্রিটিশ শাসনের কিছু খারাপ দিক :

- 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং অঞ্চলভেদে বিভেদ সৃষ্টি হয়।
- অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায় এবং বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০) হয়েছিল যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।
- অল্পসংখ্যক জমিদার অনেক জমির মালিক হন এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মালিকানার স্বত্ব হারান।

ব্রিটিশদের কার্যক্রমের মধ্যে আরও যা ছিল :

- নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হয়।
- সড়কপথ ও রেলপথ উন্নয়ন এবং টেলিগ্রাফ প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।

এসময় সামাজিক সংস্কারসহ শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাই একে নবজাগরণ বলা হয়।

১৮১৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু কলেজ'

বাংলার ইতিহাসে এই ব্যক্তিদের ভূমিকা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- মীর জাফর
- রবার্ট ক্লাইভ

ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে কী হয়েছিল?

গ | আরও কিছু করি

এই চারজন বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

রাজা রামমোহন রায়
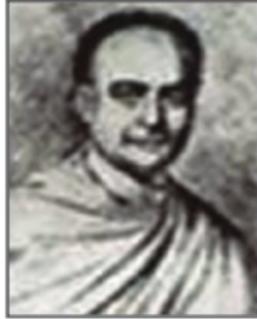
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নবাব আব্দুল লতিফ

সৈয়দ আমীর আলী

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাকে .... সাল থেকে .... সাল পর্যন্ত .... বছর শাসন করে।

৩ তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা এবং সিপাহি বিদ্রোহ

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকজুড়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেকবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এমনই একটি আন্দোলনে বিদ্রোহী নেতা তিতুমির ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য বারাসাতের কাছে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিতুমির পরাজিত ও নিহত হন।
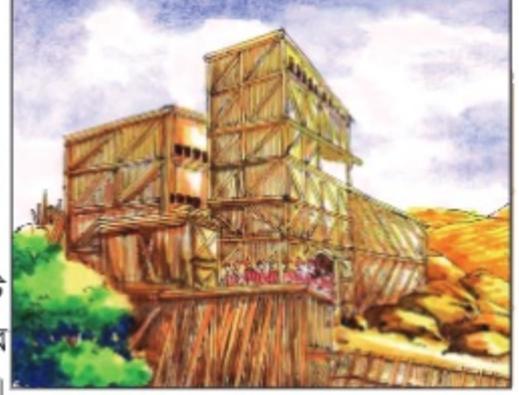
তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা

মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭ সালে পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

সিপাহি বিদ্রোহের কিছু কারণ :

- সেনাবাহিনীতে সিপাহি পদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ছিল। সেখানে পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ এবং তিন লক্ষ ভারতীয় সিপাহি ছিল।
- ভারতের বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।
- ১৮৫৬ সালের পর ভারতের বাইরেও সৈন্যদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরুর এবং শূকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি করা হয়।
- সৈন্যদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য সাধারণ মানুষ প্রস্তুত ছিলেন। এই আন্দোলন দ্রুতই সৈন্যদের থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করে। এ বিদ্রোহে প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় মারা যায়।

পরবর্তীতে ভারতের শাসনভার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যায়। তিনি স্বাধীনভাবে ভারত শাসন করতে থাকেন।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলো সাজিয়ে লেখ :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

গ | আরও কিছু করি

ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী বাঙালি সিপাহিদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এখানে একটি স্মৃতিসৌধ আছে। এই পার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

বাহাদুর শাহ্ কে ছিলেন? উনিশ শতকে এই পার্কের নাম 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' রাখা হয় কেন?
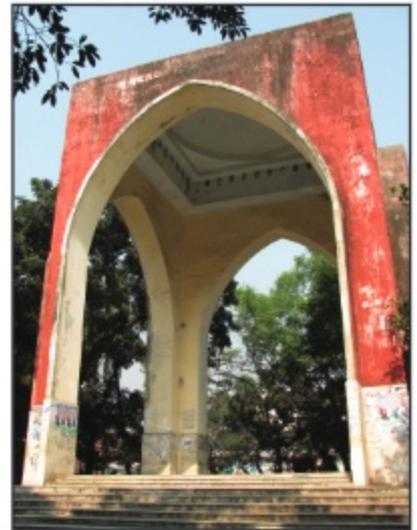
১৯৫৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ্ পার্ক, ঢাকা।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার কী পরিণতি হয়েছিল?

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল কী হয়েছিল?

৪ পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের আন্দোলন চলতে থাকে। শিক্ষা প্রসার এবং নবজাগরণের ফলে দেশপ্রেমের চেতনা বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' এবং ১৯০৬ সালে 'ভারতীয় মুসলিম লীগ' নামে দুটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্রিটিশরা ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রসারে ভীত হয়ে পড়ে এবং ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, একে বঙ্গভঙ্গ বলে। আসামকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ববাংলা অঞ্চল গঠিত হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় অর্থাৎ দুই বাংলাকে একত্রিত করে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ বিরোধী বড়ো আন্দোলনগুলোর মধ্যে ছিল ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ফকির মজনু শাহ, ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং মাস্টারদা সূর্যসেনের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা চিরস্মরণীয়।

ক্ষুদিরাম বসু

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

মাস্টারদা সূর্যসেন

সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের কবিতা, গান ও লেখার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা আরও বেগবান হয়। নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এসময় নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক | এসো বলি

কবি সাহিত্যিকগণ কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারেন, শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে বাংলায় যেসব প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে, সেগুলোর একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর।

গ | আরও কিছু করি

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর।
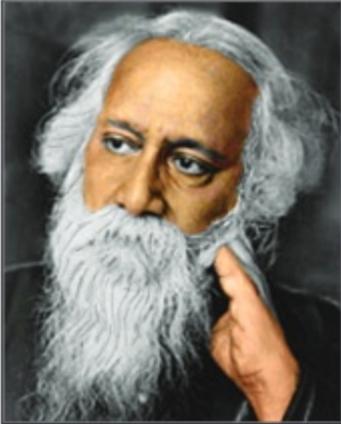
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজী নজরুল ইসলাম

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ব্রিটিশ বিরোধী বড়ো আন্দোলন ছিল-

ক. সিপাহি বিদ্রোহ খ. অসহযোগ আন্দোলন গ. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘ. উপরের সবগুলো

অধ্যায় ৩

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুদ্ধের সূচনা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গৌরবময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি আমাদের এই প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর সৃষ্টি হয় দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র– একটি ভারত এবং অন্যটি পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শুরু করে অত্যাচার ও নিপীড়ন। বাঙালিরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঘটনা নিচের ছকে দেওয়া হলো :

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যা ও বাঙালিদের প্রতিরোধ
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে মুক্তিযুদ্ধের শুরু

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। তৎকালীন মেহেরপুর মহাকুমার বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান নাম মুজিবনগর) আমবাগানে ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার কারণে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সরকারের অন্যতম সদস্যরা হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী) ও এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী)। উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সরকার সফলতা লাভ করে।

'মুজিবনগর সরকার' গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সরকারের নেতৃত্বে সকল শ্রেণির মানুষ দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- 'মুক্তিযুদ্ধ' বলতে কী বুঝ?
- মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য কী?

খ | এসো লিখি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনামলের একটা ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর। সেই সময়ের আন্দোলনের বছরগুলোকে চিহ্নিত কর।

গ | আরও কিছু করি

পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে পাকিস্তান শাসনামল সম্পর্কে শোন।

ঘ | যাচাই করি

মুজিবনগর সরকার কোন তিনটি কাজ করেছিল?

১..

২..

৩..

২ মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী

১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই মুক্তিবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। উপ-প্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

মুক্তিবাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল :

- মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কে' ফোর্স
- মেজর কে এম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে 'এস' ফোর্স
- মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'জেড' ফোর্স

আবার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। নিচে সেগুলো দেখানো হলো :

সেক্টর ১: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ২: কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলা এবং ঢাকা ও নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ৩: মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ এবং কেরানিগঞ্জের অংশ বিশেষ।

সেক্টর ৪: উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিণে হবিগঞ্জ, মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল।

সেক্টর ৫: সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল।

সেক্টর ৬: রংপুর ও দিনাজপুর জেলা।

সেক্টর ৭: রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ৮: কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা।

সেক্টর ৯: বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা এবং ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ১০: কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না, নৌবাহিনীর কমান্ডো নিয়ে গঠিত। নৌ অভিযানের প্রয়োজনে যেকোনো সেক্টর এলাকায় গিয়ে অপারেশন শেষে ১০ নং সেক্টরে ফিরে আসতো।

সেক্টর ১১: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার অংশবিশেষ।

এছাড়াও স্থানীয় ছোটো ছোটো যোদ্ধাবাহিনী ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারা গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতেন। ত্রিশ হাজার নিয়মিত যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর নাম মুক্তিফৌজ। এক লক্ষ গেরিলা ও বেসামরিক যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এই মুক্তিফৌজ।

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

২. বাংলাদেশকে কেন ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

৩. তোমাদের অঞ্চলটি কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

৪. সেক্টর ১০ এর প্রধান কাজ কী ছিল?

মুক্তিবাহিনী কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

গ | আরও কিছু করি

জেনারেল ওসমানী 'বঙ্গবীর' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৭২ সালে চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা আর কী কী জানো?
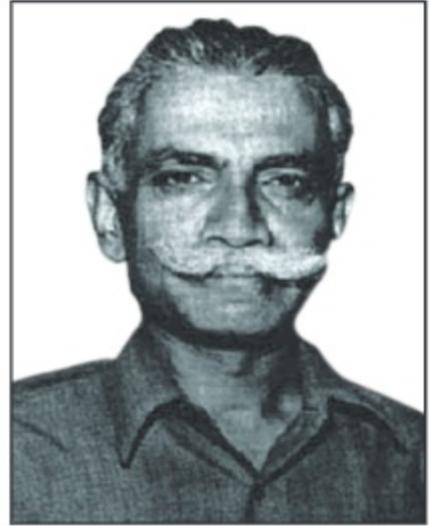
জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

মুক্তিবাহিনী ছিল .... ।

৩ মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ জড়িয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষও এ যুদ্ধে অবদান রাখেন। নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, আশ্রয় এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। অনেক নারীই প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়াও প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।
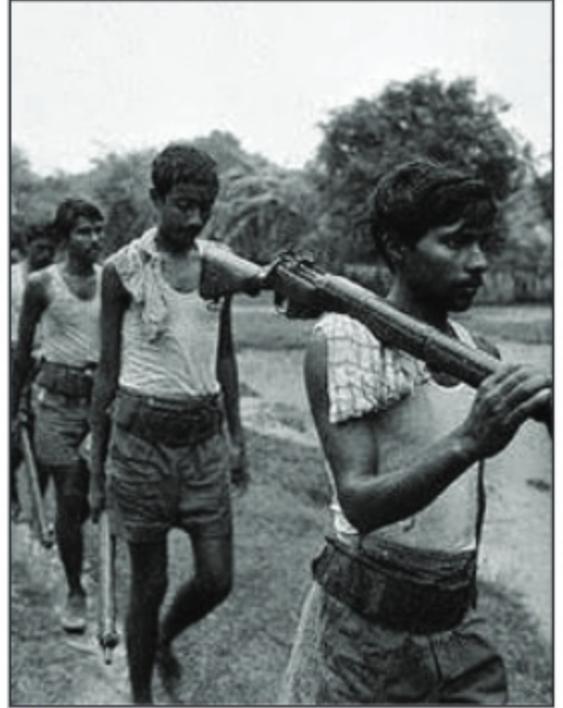
মুক্তিযোদ্ধা

প্রতিটি সেক্টরেই গেরিলা বাহিনীর জন্য নির্দেশনা ছিল :

- 'অ্যাকশন গ্রুপ' অস্ত্র বহন করত এবং সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতেন।
- 'ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ' শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতেন।

সে সময়ে দেশের মানুষের প্রিয় অনেক গানের মধ্যে ছিল "জয় বাংলা বাংলার জয়", "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে," বা "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি" এমন আরো অনেক গান। 'জয় বাংলা' ধ্বনি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রিয় স্লোগান।

২০২৫

নারীরা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।
তোমাদের পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষক কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

খ| এসো লিখি

'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানের কথাগুলো লেখ। শ্রেণিতে সকলে মিলে গানটি গাও।

গ| আরও কিছু করি

'মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?' একটি নমুনা উত্তর নিচে দেওয়া হলো-

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এদেশের সাধারণ মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এদেশের সাধারণ মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। কেউ সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকেই গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। অনেক নারীই প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এদেশের মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। এদেশের সকল শ্রেণি, পেশা, জাতি ও ধর্মের মানুষেরা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। অল্প কিছু মানুষ শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ছিল।

নমুনা উত্তরের সাথে তোমরা নতুন আর কী যোগ করবে?

নিজের ভাষায় লেখ :
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

৪ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও শিক্ষকদের বাসভবনসহ ঢাকা শহরের বিভিন্নস্থানে একযোগে আক্রমণ করে। এ সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু হানাদার বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের আক্রমণে তাঁরা টিকে থাকতে পারেন নি। সেই ভয়াল রাতে হানাদার বাহিনী দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরেও আক্রমণ করে। তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পুলিশ ও ইপিআর সদস্যসহ অসংখ্য নিরীহ বাঙালি জনগণকে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই আক্রমণের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।২৬ শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। এক কোটির বেশি মানুষ তাঁদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত নির্মম গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে প্রতিবছর ২৫শে মার্চ 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' পালন করা হয়।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

এদেশের কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তারা শান্তিকমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস নামে বিভিন্ন কমিটি ও সংগঠন গড়ে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক গুণী শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং কবি-সাহিত্যিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবীরা হলেন সাংবাদিক শহীদ সাবের, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদ, চিকিৎসক আলিম চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, প্রমুখ। স্বাধীনতার পর দেশের এ সূর্য সন্তানদের পাওয়া যায় রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।

ক | এসো বলি

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাকিস্তানি বাহিনী কেন এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল– শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

বিষয়বস্তু ২ ও ৪ এর আলোকে নিচের ছকটি পূরণ কর :

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাহিনী	মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের বাহিনী
ক	ক
খ	খ
গ	গ

গ | আরও কিছু করি

এখানে কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর ছবি দেওয়া আছে। তাঁরা কে কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তা খুঁজে বের কর :

ক. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব
খ. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী
গ. অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
ঘ. অধ্যাপক রাশীদুল হাসান
ঙ. সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
চ. ডা. আলীম চৌধুরী
ছ. ডা. আজহারুল হক

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

ছ

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের উদ্দেশ্য ....।

৫ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও আমাদের বিজয়

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টায় প্রতিবেশী দেশ ভারত নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে। তারা মিত্রবাহিনী নামে একটি সহায়তাকারী বাহিনী গঠন করে। ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর হঠাৎ পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমা হামলা চালায়। এর ফলে যৌথবাহিনী একযোগে স্থল, নৌ ও আকাশপথে পাল্টা আক্রমণ করে। তীব্র আক্রমণের ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথবাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। সাথে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। রেসকোর্স ময়দানে খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে এ আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হয়। বন্দি করা হয় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সত্যিকারের বিজয় অর্জিত হয়। প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয়দিবস পালন করি।

ক | এসো বলি

মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি জাতি কীভাবে বিজয় অর্জন করেন–শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেগুলো হলো :

- সামরিক বাহিনী
- সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ
- বৈদেশিক সমর্থন ও সহায়তা
- মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত কারণ

খ | যাচাই করি

১৯৭১ সালের এই দিনগুলোতে কী ঘটেছিল?

২১ শে নভেম্বর ....

৩রা ডিসেম্বর ....

১৬ই ডিসেম্বর ....

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন এমন সাতজনকে বীরশ্রেষ্ঠ (সর্বোচ্চ) উপাধি প্রদান করা হয়। নিচে তাঁদের ছবি দেওয়া হলো।

ক. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
খ. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ. সিপাহি হামিদুর রহমান
ঘ. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ঙ. সিপাহি মোস্তফা কামাল
চ. ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন
ছ. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ

এছাড়াও সাহসিকতা এবং ত্যাগের জন্য আরও তিনটি উপাধি দেওয়া হয়েছে। উপাধিগুলো হলো :

- ★ বীর উত্তম
- ★ বীর বিক্রম
- ★ বীর প্রতীক

সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং অগণিত মানুষের অবদানে আমরা লাভ করেছি আমাদের স্বাধীনতা।

ক| এসো বলি

মনে কর, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যকে তোমরা সংবর্ধনা দেবে। মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ অবদানের জন্য তাঁদের পরিবারকে দেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা দাও।

খ| এসো লিখি

'এসো বলি'র বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতাটি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

এটি ঢাকায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই জাদুঘরে কী আছে বলে তোমাদের মনে হয়?

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মৃতিসৌধের নকশা তৈরি কর। স্মৃতিসৌধের ফলকে খোদাই করার জন্য কিছু কথা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশগুলো মিল কর :

ক. মুক্তিবাহিনী প্রধান	বীরশ্রেষ্ঠ
খ. বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পেয়েছেন	জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
গ. সিপাহি মোস্তফা কামাল	৭ জন

২০২৫

অধ্যায় ৪

আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে দেশের চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। চাষাবাদের জন্য এদেশের মাটি খুব উপযোগী কারণ বাংলাদেশ একটি উর্বর **ব-দ্বীপ** অঞ্চল। মোট জাতীয় **অর্থনীতির** শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। এই পাঠে আমরা তিনটি প্রধান খাদ্যশস্য সম্পর্কে জানব : ধান, গম এবং ডাল।

ধান

ভাত বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। তাই ধান আমাদের প্রধান ফসল। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের জলবায়ু ও ভূমি ধান চাষের উপযোগী। বাংলাদেশে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান চাষ হয়।

ধানখেত

গমখেত

গম

বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি হয়। শীতকালে গমের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে গমের আটায় তৈরি বিভিন্ন খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে গম চাষের প্রসার ঘটছে।

ডাল

ডাল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য। বিভিন্ন ধরনের ডাল আছে যেমন ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকলাই, অড়হর ইত্যাদি। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ডালের চাষ বেশি হয়। তবে দেশের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে ডাল আমদানি করতে হয়।

ডাল

ক| এসো বলি

অর্থনীতি শব্দের অর্থ কী তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।
কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে যা জানো তা শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- তুমি কোন কোন ফসল উৎপন্ন হতে দেখেছ?
- ফসল কোথায় বিক্রি করা হয়?
- কৃষিজাত কোন খাবার খেতে তুমি পছন্দ কর?

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকে লেখ।

	ধান	গম	ডাল
আমরা কীভাবে এটি খাই			
এটি কোথায় উৎপন্ন হয়			

গ| আরও কিছু করি

নিচের ছকে কয়েকটি শস্যের উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন টন) দেওয়া আছে। ছকটি ভালোভাবে লক্ষ কর ও নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- কোন শস্যটি আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়?
- কোন শস্যটি সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়?

	ধান	গম	ডাল
উৎপাদন	৩৪	১	০.৭৫
আমদানি	০	০.৫	৩

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?

ক. ধান খ. গম গ. ডাল ঘ. ভুট্টা

২ আলু, তেলবীজ এবং মসলা

আলু

আলু

আলু একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য। আমাদের দেশের উর্বর দোআঁশ ও বেলে মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানে গোল আলু ও মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। দেশের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

তেলবীজ

আমরা তেল দিয়ে অনেক খাবার রান্না করি। সরিষা, বাদাম বা তিসির বীজ পেষণ করে আমরা তেল পেয়ে থাকি। তবে চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের বিদেশ থেকে তেল আমদানি করতে হয়।

সরিষার খেত

মরিচ

মসলা

খাবারকে সুস্বাদু করতে আমরা খাবারে বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করি। আমরা পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদন করি। দেশে যে পরিমাণ মসলা উৎপন্ন হয়, তাতে দেশের মসলার চাহিদা অনেকখানি পূরণ হয়। তবে ঘাটতি মেটাতে কিছু পরিমাণ মসলা আমদানি করতে হয়।

ক | এসো বলি

নিচের উপাদানগুলো কীভাবে ফসলের চাষকে প্রভাবিত করে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :
- আবহাওয়া ও জলবায়ু
- মাটি
- ভোক্তার চাহিদা

খ | এসো লিখি

নিচের ছকের তথ্য পূরণ কর।

	আলু	তেলবীজ
উদ্ভিদের কোন অংশটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়?		
রান্নায় এটা কীভাবে ব্যবহার করা হয়?		

গ | আরও কিছু করি

নিচের ছকটি ব্যাখ্যা কর।

	আলু	তেল
উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	৪	০.৫
রপ্তানি/আমদানি	রপ্তানি	আমদানি

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমরা যে ৬টি কৃষি পণ্য সম্পর্কে জেনেছি, এগুলোর মধ্যে যেগুলো আমরা খাওয়ার জন্য উৎপাদন করি, সেগুলো হলো...।

৩ পাট, চা ও তামাক

যেসব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়, সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলে।

পাট

পাট হলো আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিশ্বে ভারতের পরে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও নওগাঁ জেলায় বেশি পাট উৎপন্ন হয়। পাটকে 'সোনালি আঁশ' বলা হয়। পাট দিয়ে রশি ও চটের থলে বা বস্তা তৈরি হয়। পাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আমাদের জলবায়ু পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

পাটখেত
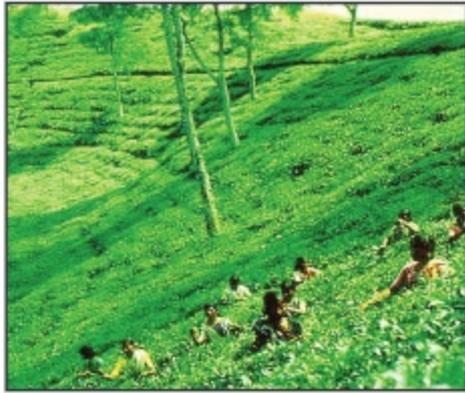
চা বাগান

চা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামে চা বেশি উৎপন্ন হয়। তবে বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের চায়ের বিশেষ সুনাম থাকায় বিদেশে এর চাহিদা রয়েছে। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

তামাক

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে তামাক চাষ হয়। তবে রংপুর জেলায় তামাকের চাষ বেশি হয়। সিগারেট ও বিড়ি তৈরিতে তামাক ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন তামাকের বেশির ভাগ রপ্তানি করা হয়। তামাক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে তুলা, রেশম, সুপারি ও রাবার উল্লেখযোগ্য।

ক| এসো বলি

মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থকরী ফসলজাত বিভিন্ন পণ্য কীভাবে ব্যবহার করে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- পাট
- চা

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ কর।

	পাট	চা
কী কাজে ব্যবহার হয়		
কোথায় উৎপন্ন হয়		

গ| আরও কিছু করি

মাছ আমাদের দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। এদেশের মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় ২৩% আয় হয় মাছ থেকে। এদেশের রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিমায়িত চিংড়ি এবং হিমায়িত অন্যান্য মাছ।

বাংলাদেশে কোথায় কোথায় মাছ চাষ হয়?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমরা কৃষিপণ্য রপ্তানি করি কারণ..।

৪ বাংলাদেশের শিল্প

বস্ত্র শিল্প

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলাতে অধিকাংশ বস্ত্রকল রয়েছে। এছাড়াও এদেশের তাঁত শিল্পে উন্নতমানের সুতি, সিল্ক ও জামদানি শাড়ি তৈরি হচ্ছে। একসময়ে এদেশে তৈরি মসলিন কাপড় জগৎ বিখ্যাত ছিল। এদেশে বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশের বস্ত্র শিল্পগুলো দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে পারে না। এজন্য বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানি করতে হয়।

তাঁত

পোশাক কারখানা

পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি করার মাধ্যমে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ কাজ করে। তাদের তৈরি পোশাক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পাট শিল্প

কাঁচামাল হিসাবে আমরা যেমন পাট রপ্তানি করি, তেমনি পাটজাত পণ্যও রপ্তানি করি। পাট কলগুলো প্রধানত নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনার দৌলতপুরসহ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এসব অঞ্চলের পরিবহন সুবিধা। আমরা পাট দিয়ে ব্যাগ, কার্পেট এমনকি বস্ত্রও তৈরি করি। এসব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে, বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

কাঁচামাল হিসেবে পাট

এছাড়াও চামড়াজাত দ্রব্য যেমন জুতা, বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি এদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়।

ক| এসো বলি

আমাদের আমদানি করা ৪টি এবং রপ্তানি করা ৪টি পণ্য সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

আমদানি	রপ্তানি
বুনন তুলা	ছেলেদের পোশাক
পেট্রোলিয়াম	টি-শার্ট
কাঁচামাল হিসেবে তুলা	সোয়েটার
পাম তেল	মেয়েদের পোশাক

- উপরের কোন উপাদানগুলো পোশাক শিল্পের অংশ?
- উপরে বর্ণিত পোশাক শিল্পের কোন উপাদানগুলো আমদানি করা হয়?
- কোন পোশাকগুলো রপ্তানি হয়?
- আমরা এখনও তুলা আমদানি করি কেন?

খ| এসো লিখি

মনে করো, কৃষি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিল যে দেশের সত্তর হাজার হেক্টর তামাকখেতকে তুলাখেতে পরিণত করবে। তামাক চাষের চেয়ে তুলা চাষ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করে কৃষকদের উদ্দেশে কিছু লেখ।

গ| আরও কিছু করি

উপরের ছকটি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পোশাক কর্মীদের অবদান সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর।

ঘ| যাচাই করি

এদেশে কোথায় কোন কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় তা মিলকরণের মাধ্যমে দেখাও :

ক. গম	সিলেট ও চট্টগ্রাম
খ. চা	রংপুর
গ. পাট	বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল
ঘ. তামাক	ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎশিল্প ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের কিছু কিছু কারখানায় বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয়। আবার কিছু কিছু কারখানা রয়েছে যেখানে স্বল্প পরিমাণে স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপন্ন হয়।

বৃহৎ শিল্প

বাংলাদেশে যে সকল বৃহৎশিল্প রয়েছে তার মধ্যে সার, সিমেন্ট, ঔষধ, কাগজ, চিনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ফেঞ্চুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, চট্টগ্রাম, তারাকান্দি প্রভৃতি স্থানে সার কারখানা আছে, তবুও বিদেশ থেকে আমাদের **সার** আমদানি করতে হয়।

আমাদের নির্মাণ শিল্পের জন্য সিমেন্ট দরকার হয় যা আমাদের দেশের বিভিন্ন **সিমেন্ট** কারখানাগুলোতে উৎপন্ন হয়।

উন্নতমানের ঔষধ তৈরির জন্য **ঔষধ** কারখানা আছে।

কাগজ কলগুলোতে গাছের গুঁড়ি থেকে কাগজ তৈরি করা হয়। তিনটি সরকারি কাগজ কল রয়েছে চন্দ্রঘোনা, খুলনা এবং পাকশিতে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু কাগজকল স্থাপিত হয়েছে যা দেশের চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করে। তবে কিছু পরিমাণ কাগজ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আমাদের চিনিকলগুলোতে **চিনি** উৎপাদন ও পরিশোধন করা হয়। এদেশে সরকারি চিনি কল ছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি চিনিকল রয়েছে। তবে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ চিনি আমদানি করতে হয়।

কুটির শিল্প

যখন কোনো পণ্য ক্ষুদ্র পরিসরে বাড়ি-ঘরে অল্প পরিমাণে তৈরি করা হয় তখন তাকে কুটির শিল্প বলে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বনাঞ্চলে **কাঠ** পাওয়া যায়। এই কাঠ দিয়ে বাড়িঘর এবং আসবাবপত্র তৈরি হয়, যেমন: খাট, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারি ইত্যাদি। গৃহস্থালির নানা কাজে **কাঁসার** তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। জামালপুর জেলার ইসলামপুর, টাঙ্গাইল জেলার কাগমারি এবং ঢাকা জেলার ধামরাই কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আমরা মাটি দিয়ে **মাটির পাত্র** এবং **পোড়ামাটির** নানা জিনিস তৈরি করি, যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা, ফুলদানি, টালি ইত্যাদি।

কুটির শিল্প

২০২৫

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- তুমি বাংলাদেশে কোন কোন শিল্প কারখানা দেখেছ?
- তুমি কি দেখেছ এই কারখানাগুলো থেকে কী তৈরি হয়?
- শিল্প কারখানাগুলো কত বড়?
- শিল্প কারখানার ভবনগুলো কী ধরনের?

খ| এসো লিখি

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বা বৃহৎ শিল্প বা কুটির শিল্প থেকে যে কোনো একটি শিল্প বেছে নাও। এই শিল্পে কোন কোন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় বর্ণনা কর। কাজটি দুজনে মিলে কর।

গ| আরও কিছু করি

যেকোনো একটি প্রসিদ্ধ শিল্প সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর।

- কোম্পানিটির নাম কী?
- শিল্পটির কারখানা কোথায়?
- সেখানে কী তৈরি হয়?
- কারখানাটি কত বড়?

নিচের শিল্প কারখানাগুলো সঠিক কলামে লেখ।

কাঁসা সিমেন্ট কাগজ মাটির পাত্র সার

বৃহৎ শিল্প	কুটির শিল্প

অধ্যায় ৫

জনসংখ্যা

১ পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে অধিক জনসংখ্যার বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জেনেছি। অধিক জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণে পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের কারণে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আমাদের কিছু কিছু খাদ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে, তা না হলে ভবিষ্যতে আরও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

বস্ত্র

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে বাবা-মা অনেক সময় সব সন্তানের প্রয়োজনীয় পোশাক কিনে দিতে পারেন না। উপযুক্ত পোশাক না থাকায় অনেক শিশু স্কুল বা মাদরাসায় আসতে চায় না।

বাসস্থান

জাতিসংঘের তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মোট জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে। সকলের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অনেক কঠিন। তাই নিরাপত্তা আর কাজের খোঁজে এই সব গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসছে। পাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে শহরে আসা ছিন্নমূল মানুষেরা মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে।

গৃহহীন মানুষ

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

চতুর্থ অধ্যায়টি দেখ। সেখান থেকে আমরা আমদানি করি এমন তিনটি খাদ্যের নাম নিচের ছকে লেখ। আমরা সেই খাদ্যগুলো কী পরিমাণে আমদানি করি তা খুঁজে বের কর।

আমদানি করা খাদ্য	আমদানির পরিমাণ

গ | আরও কিছু করি

শহরের গৃহহীন শিশুদের জীবনের একটি দিন কল্পনা কর। তাদের কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা আলোচনা কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করে?

ক) ১০ লক্ষ   খ) ১২ লক্ষ   গ) ২৫ লক্ষ   ঘ) ৩০ লক্ষ

২ সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব পড়ে।

শিক্ষা

সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মোট জনসংখ্যার ২৭.৭০ শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। দরিদ্রতার কারণে অনেক পিতা–মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এমনকি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও, অনেক শিশু পরিবারের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে লেখাপড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে।

স্বাস্থ্য

আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। এজন্য চাহিদামতো অনেক মানুষ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা পায় না। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে অনেকে উপার্জন করতে পারে না এবং আমাদের অর্থনীতিতেও তারা অবদান রাখতে পারছে না।

পরিবেশ

অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। মানুষ গাছপালা কেটে বাড়িঘর তৈরি করছে। অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুকুর ও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের কারণে সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।
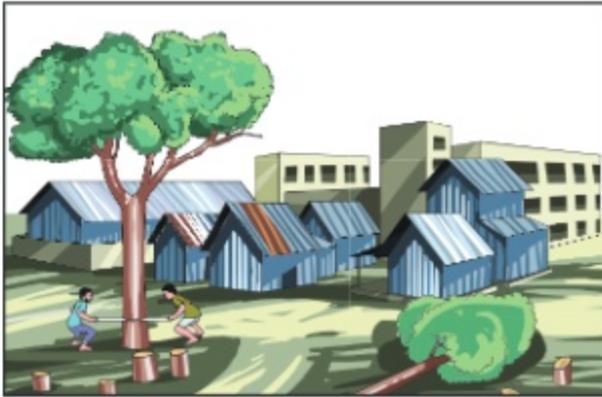
বন কেটে ঘরবাড়ি তৈরি

কলকারখানার মাধ্যমে পানি ও বায়ু দূষণ

ক| এসো বলি

ছোট দলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর :

- সমাজে কীভাবে সাক্ষরতার হার বাড়ানো যায়?
- কীভাবে আরও বেশি সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আনা যায়?

এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিটি দলে আলোচনা কর ও সবচেয়ে ভালো ধারণা শ্রেণিতে সবার সামনে উপস্থাপন কর।

খ| এসো লিখি

স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে একজন চিকিৎসকের ভূমিকা কী?

গ| আরও কিছু করি

অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
একজন পরিকল্পনাকারী হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলোর জন্য তোমার পরিকল্পনা কী হবে?

- রেলপথ
- বাসযাত্রী
- গাড়ি চালক
- পথচারী

ঘ| যাচাই করি

পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার ৩টি প্রভাব লেখ।

১...

২...

৩...

৩ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি। দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব। আমাদের মূলধন বা অর্থ কম থাকতে পারে। আমাদের কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ রয়েছে। আমরা কীভাবে আমাদের এই বৃহৎ সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি?
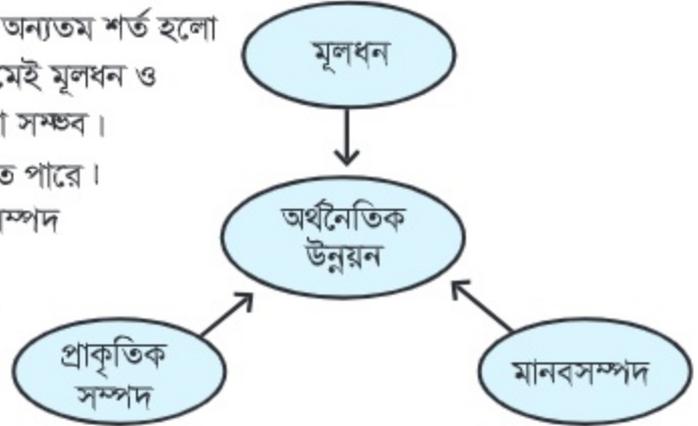
প্রথমত, তুলনামূলক দক্ষ জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সুযোগ আছে। বিদেশে কর্মরত আছে আমাদের দেশের নানা পেশার মানুষ। তাদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করা, যাতে আমাদের জনগণ দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে। সরকারি সহায়তায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করে এই শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করা যায়।

তৃতীয়ত, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে তারা নতুন কোনো শিল্পের বিকাশে সহায়তা করতে পারে, যেমন যন্ত্রপাতি শিল্প।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী

ক| এসো বলি

কাগজকলের জন্য কী ধরনের মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবসম্পদ দরকার তা বর্ণনা কর। কাজটি ছোট দলে কর।

খ| এসো লিখি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার কয়েকটি পদ্ধতির উদাহরণ দাও। কাজটি দুজন মিলে কর।

মানব সম্পদ উন্নয়ন	উদাহরণ
শ্রমশক্তি রপ্তানি	
মৌলিক শিক্ষার উন্নয়ন	
বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি	

গ| আরও কিছু করি

মনে করো, তোমার এলাকায় একটি নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে। সেক্ষেত্রে নিচের তিনটি শিরোনামে কোন কোন জিনিস প্রয়োজন হবে? কাজটি ছোট দলে কর।

মূলধন	
প্রাকৃতিক সম্পদ	
মানবসম্পদ	

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিচের কোন সম্পদটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক. যন্ত্রপাতি শিল্প খ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন গ. পোশাক ঘ. মূলধন

জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে আমাদের যেসব সম্মিলিত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন সেগুলো হলো :

খাদ্য	খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে।
বাসস্থান	গৃহ নির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
পরিবেশ	পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে, যাতে মানুষের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পায়।
স্বাস্থ্য	পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে। এতে মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষা	শতভাগ সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
দক্ষতার উন্নয়ন	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে।
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

পাশের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর শ্রেণিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর। বিতর্কে প্রতিটি দল একটি বিষয়ের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে। প্রতিটি দলই উল্লেখ করবে কেন সরকার তাদের দলের বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। সবার যুক্তি উপস্থাপন শেষ হলে শ্রেণিতে সবাই ভোট দেবে ও যে কোনো একটি দলকে বিজয়ী নির্বাচন করবে।

খ | এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কোনো একটি সমস্যা সমাধানের একটি উপায় নির্ধারণ কর। কেন এটিকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা কে কী করছে সে সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর। তাদের মধ্যে কতজন –

১. কৃষিকাজ করছে........

২. চাকরি করছে.........

৩. ব্যবসা করছে..........

৪. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে.......

অল্প কথায় উত্তর দাও :

আমরা কীভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারি?

অধ্যায় ৬

জলবায়ু ও দুর্যোগ

কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে **আবহাওয়া** বলে। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। সাধারণত ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলা হয়। প্রাকৃতিক অবস্থান এবং জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে।

বিভিন্ন কারণে বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। এর একটি অন্যতম কারণ মানবসৃষ্ট দূষণ, যেমন– শিল্প কলকারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়া। এর ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে, অন্যদিকে জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যা যা ঘটছে–

- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে।
- ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে।
- বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে।
- মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষিজমির ক্ষতি হচ্ছে।
- গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। এতে খাদ্য উৎপাদন, বাড়িঘর, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই এই দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- আমরা পরিবেশের কী কী ক্ষতি সাধন করি?
- এর ফলে পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
- পরিবেশের বিপর্যয়ে পৃথিবী কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে?
- আমরা কীভাবে এটি রোধ করতে পারি?

নিচের দুইটি কলামে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল লেখ। কাজটি দুজনে মিলে কর।

জলবায়ু পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল

গ | আরও কিছু করি

২০০৭ সালে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সিডরের মতো আরও কিছু ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর। ঘণ্টায় এর গতিবেগ ছিল ১৬০ কিলোমিটার যা ৩,৪৪৭ জনের জীবনহানি ঘটায়। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় ৩৩০ জন মানুষ মারা যায়, ৮২০৮ জন নিখোঁজ হয় এবং ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়গুলো সম্পর্কে তোমার পরিবারের লোকজনের/শিক্ষকের কী মনে আছে তা জেনে নাও।

অল্প কথায় উত্তর দাও :

তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হয়?

২ নদীভাঙন

বাংলাদেশে অসংখ্য নদী রয়েছে। এদেশের অনেক জায়গাতেই নদীভাঙনের প্রবণতা দেখা যায়। নদীর পাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে আমাদের মূল্যবান কৃষি জমি, বাড়িঘর, সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার বিলীন হয়ে যায়। ফলে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদীভাঙন

বন্যা নদীভাঙনের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ। বন্যার অতিরিক্ত পানির স্রোত ও ঢেউ নদীর পাড়ে আঘাত হানে, ফলে বন্যার সময় নদীভাঙন শুরু হলে তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। নিচের মানবসৃষ্ট কারণগুলোও নদীর পাড় ভাঙনের জন্য দায়ী-

- নদী থেকে বালি উত্তোলন
- নদী তীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা

মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তোমার এলাকায় বা এলাকার আশপাশে কোনো নদী বা জলাশয় নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- ঐ নদীতে কি কখনো বন্যা হয়েছে?
- নদীর তীরে কোনো স্থাপনা দেখেছ কি?
- বন্যার প্রভাবে কী হয়?

নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে লেখ। কাজটি দুজনে মিলে কর।

মানবসৃষ্ট কারণ	
ফলাফল	

গ | আরও কিছু করি

পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীর পাড় রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেমন :

- বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ তৈরি
- সেচের জন্য কালভার্ট ও স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- বন্যায় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া

তোমার এলাকার বন্যা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কী করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মতামত জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে একটি চিঠি লেখ।

অল্প কথায় উত্তর দাও :

নদীভাঙনের ফলে কী হয়?

৩ খরা

আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চল যেমন নদীভাঙনের শিকার হচ্ছে, আবার কোনো কোনো অঞ্চল খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, অল্পসংখ্যক নদী এবং উজানে বাঁধ দেওয়ার কারণে খরার প্রবণতা বেশি।

মানবসৃষ্ট কারণেও খরা হয়:

- গাছ কেটে ফেলা (গাছের শিকড় মাটির মধ্যকার পানি ধরে রাখে)
- অধিক হারে ভবন নির্মাণের ফলে মাটি কংক্রিটে ঢেকে যায় এবং এই কংক্রিট পানি ধরে রাখে না
- কলকারখানার মাধ্যমে বায়ু দূষণের ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পরিবেশ শুষ্ক হয়ে যায়
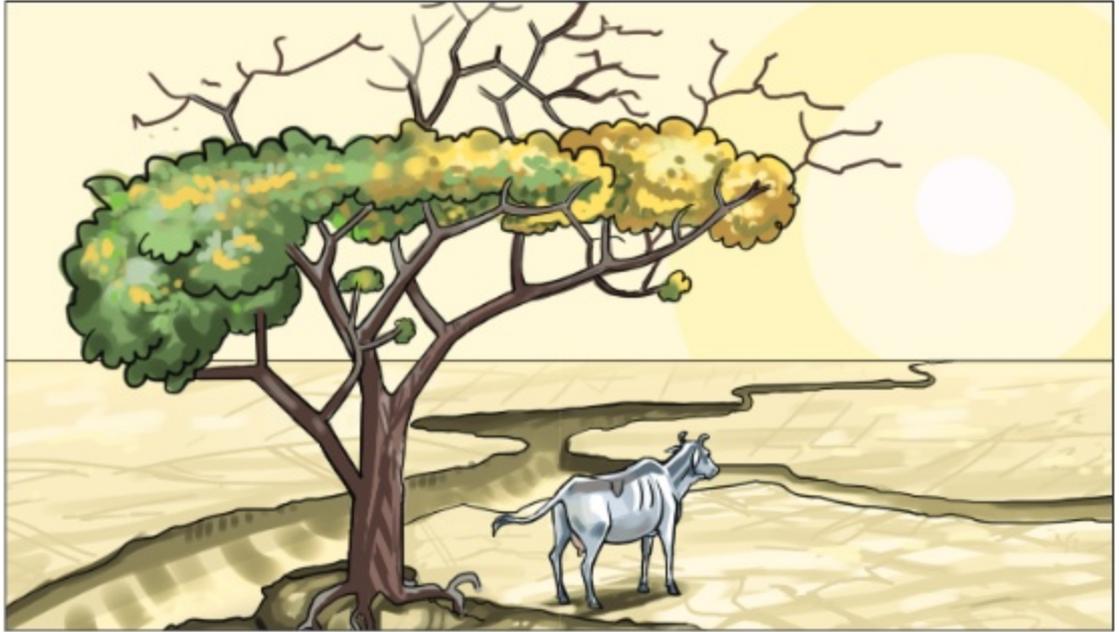
খরাপীড়িত অঞ্চল

খরার ফলাফলগুলো হলো :

- পুকুর, নদী, খাল ও বিল শুকিয়ে যায়
- মাঠে ফসল ফলাতে কষ্ট হয়
- গবাদি পশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়
- খাবার পানির অভাব দেখা যায়

ক| এসো বলি

পাশের মানচিত্রে লাল রঙে চিহ্নিত অঞ্চলগুলো সবচেয়ে খরাপ্রবণ এলাকা। শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- অঞ্চলগুলো কোন কোন বিভাগে অবস্থিত?
- এই অঞ্চলগুলোর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কী কী?

খ| এসো লিখি

নিচের প্রতিটি ক্ষেত্রে খরার প্রভাব লেখ, কাজটি দুজনে মিলে কর।

নদী	
মাঠ	
পশু	
মানুষ	

গ| আরও কিছু করি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, 'বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগেরও বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' এই ধারণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লেখ।
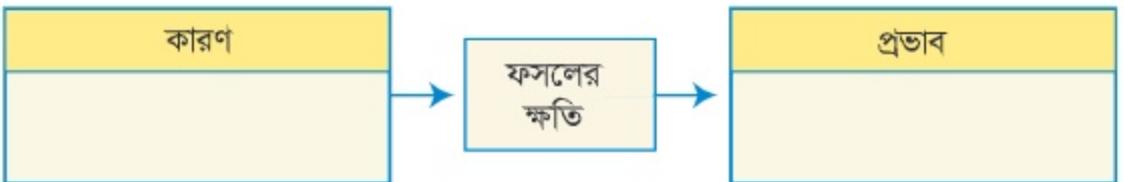
ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরার প্রবণতা বেশি কারণ ....।

৪ ভূমিকম্প

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের নিশ্চিত ঝুঁকি রয়েছে। পাশের মানচিত্রে এলাকা-১ এর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এবং এলাকা-৩ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তুলনামূলক কম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল।

মৃদু ভূমিকম্প মোকাবিলায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি সতর্কতা অবলম্বন করলে বড়ো ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভবন
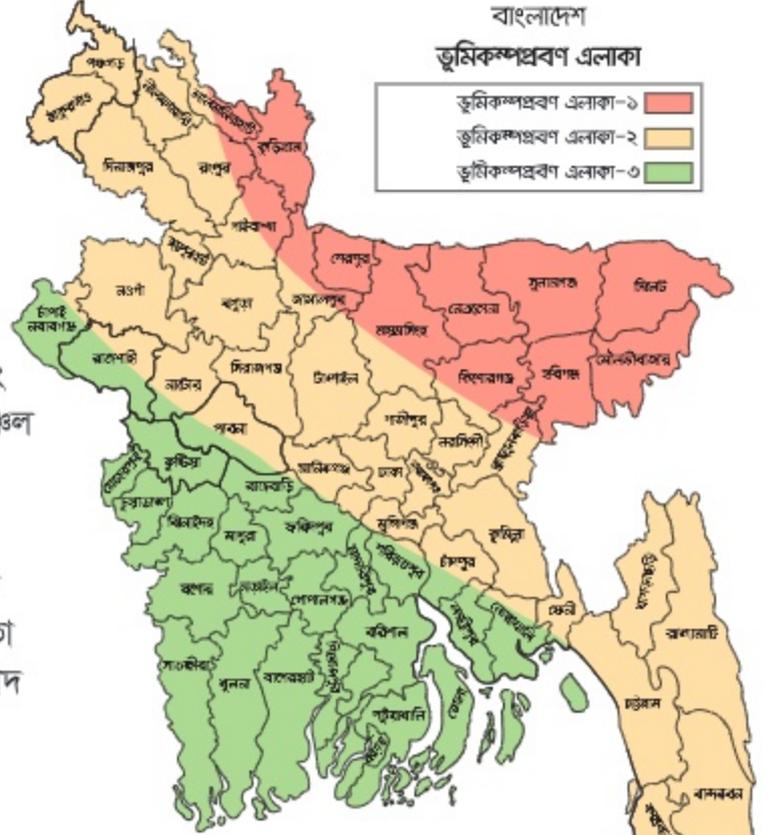
বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হলে এর দ্বিতীয় ঝুঁকি হিসেবে সুনামি ও বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ক | এসো বলি

যেকোনো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় বাড়িতে আমরা কী কী পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারি তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। তুমি কীভাবে প্রতিবেশীদের দুর্যোগের পূর্বাভাস জানাবে?

সতর্কতা অবলম্বনের প্রচার কাজ

খ | এসো লিখি

নিচের পূর্বপ্রস্তুতিগুলোকে **ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্প চলাকালীন** এবং **ভূমিকম্পের পরে** এই তিনটি ভাগে ভাগ কর। ভূমিকম্পের সময়, আগে ও পরে কী করতে হবে সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে একটি পোস্টার তৈরি কর। কাজটি দুজনে মিলে কর।

- পুরোপুরি শান্ত থাকতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা যাবে না।
- বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে।
- কাঠের টেবিল বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- বারান্দা, আলমারি, জানালা বা ঝোলানো ছবি থেকে দূরে থাকতে হবে।
- পাকা দালানে থাকলে বিমের পাশে দাঁড়াতে হবে।
- প্রথম ভূকম্পন থেমে যাবার পর সারিবদ্ধভাবে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাড়িতেই রাখতে হবে।

গ | আরও কিছু করি

২০১৫ সালের ২৫শে এপ্রিল নেপালে সংঘটিত ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লেখ।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

নিচের কোনটি অতিমাত্রার ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা?

ক. সিলেট   খ. বরিশাল   গ. খুলনা   ঘ. চট্টগ্রাম

অধ্যায় ৭

মানবাধিকার

১ সকলের অধিকার

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ 'মানবাধিকার সাবজনীন ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করে। এ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে বিশ্বের সব দেশের সকল মানুষের কিছু অধিকার আছে। এই অধিকারগুলো হচ্ছে মানবাধিকার। নিচের ছক থেকে কয়েকটি মৌলিক মানবাধিকার জেনে নিই।

- মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন
- স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার
- সমাজে সবার সমান মর্যাদার অধিকার
- শিক্ষা গ্রহণের অধিকার
- প্রত্যেকের নিরাপত্তা লাভের অধিকার
- নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার
- বিনা কারণে গ্রেফতার ও আটক না হওয়ার অধিকার
- আইনের চোখে সমতা
- সবার ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার
- ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার
- সম্পত্তি ভোগ ও সংরক্ষণের অধিকার
- নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার
- নিজের চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার
- নারী-পুরুষ সমান অধিকার

আমরা সবার মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করব এবং এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করব। কেউ কোনো মানবাধিকার বিরোধী কাজ করলে প্রয়োজনে প্রতিবাদ করব।

লোকজন ফেস্টুন হাতে মানবাধিকার রক্ষায় স্লোগান দিচ্ছে

অধিকার আদায়ের বিষয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- সরকার কী করতে পারে?
- সমাজ কী করতে পারে?
- মানুষ কী করতে পারে?
- তুমি কী করতে পার?

খ| এসো লিখি

একটি অধিকার বেছে নাও এবং এ অধিকারটি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা কর। কাজটি দুজনে মিলে কর।

গ| আরও কিছু করি

যেকোনো একটি অধিকার নিয়ে ছোটো দলে ভূমিকাভিনয় কর। ধরে নাও, এই অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। অধিকার আদায়ে তুমি কী করতে পার?

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার কোনটি?

ক. মানব পাচার খ. যেকোনো স্থানে যেতে পারা

গ. রপ্তানি ঘ. আমদানি

২ অটিস্টিক শিশুর অধিকার

প্রতিটি শিশুই একে অপরের থেকে আলাদা। কেউ চঞ্চল, কেউ শান্ত। কেউ ভিড়ে থাকতে ভালোবাসে, কেউ একা একা। তবে আমাদের সবারই নিজের মতো থাকার অধিকার আছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা অটিস্টিক শিশুদের কথা জানতে পারি। অটিস্টিক শিশুরা অটিজম সমস্যায় আক্রান্ত। অটিজম কোনো মানসিক রোগ নয়, মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা। এধরনের শিশুদের দলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। অন্যের স্পর্শেও তারা আঁতকে ওঠে। তাদের ভাষার ব্যবহারও ভিন্ন। তারা একই কাজ একটানা করতে থাকে। তাদের বিশেষ যত্ন নিলে তারাও সমানভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

অটিস্টিক শিশু শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ।

কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু অন্য শিশুদের মতোই লেখাপড়া করতে পারে।

সকল কাজ বা বিষয় একই নিয়মে করতে চায়। দৈনিক কাজের রুটিন বদল হলে খুবই উত্তেজিত হয়।

কোনো একটি বিশেষ জিনিসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং সেটি সব সময় সাথে রাখে।

তারা আলো, শব্দ, গতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ বা স্বাদের ক্ষেত্রে অতি সংবেদনশীল থাকে (যেমন- সংবেদনশীল ত্বকের কারণে কোনো বিশেষ ধরনের কাপড় পরতে চায় না)।

তারা হয়তো কোনো খেলনা নিয়ে না খেলে বরং শক্ত করে ধরে বসে থাকে। গন্ধ নেয় বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু চমৎকার প্রতিভার অধিকারী হয়, যেমন- ছবি আঁকা, অঙ্ক করা বা গান গাওয়া।

তাহলে একটি অটিস্টিক শিশুর সাথে ক্লাসে কেমন ব্যবহার করা উচিত? আমাদের বুঝতে হবে তারা আলাদা এবং তাদের ধৈর্যশক্তিও অনেক কম। আমাদের উচিত সবার সাথে মিলেমিশে থাকা। আমরা এমন আচরণ করব না যাতে তারা কষ্ট পায় এবং উত্তেজিত হয়।

ক | এসো বলি

শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন আচরণকে গ্রহণ করা মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই একে অপরের থেকে আলাদা। তোমার শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আচরণে কী ধরনের পার্থক্য আছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠার ছবিটি থেকে যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য বেছে নাও। তোমার ক্লাসের কোনো শিক্ষার্থীর আচরণ যদি এমন হয়, তবে তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করবে? ভেবে দেখ, সবচেয়ে ভালো আচরণটা কী হতে পারে?

গ | আরও কিছু করি

অটিজম ছাড়া মানুষের আচরণে আর কী কী তারতম্য থাকতে পারে?

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

অটিস্টিক শিশুরা কোন ক্ষেত্রে দক্ষ?

ক. গণিত   খ. সাঁতার   গ. রান্না   ঘ. দৌড়

৩ শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

আমাদের সমাজে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি উদাহরণ পড়ি।

- অনেক শিশু তাদের পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।
- অনেক শিশু খেত-খামারে, ইটের ভাটায়, দোকানে, কলকারখানায় কাজ করে। বাংলাদেশে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ, তবে ১৪-১৮ বছর বয়সী শিশুকে হালকা কাজে নিয়োগ **দেওয়া** যায়।
- পরিবারের সামর্থ্য না থাকায় শহরের অনেক শিশু গৃহহীন।
- অনেক সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়, এতে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।
- **অনেক সময় শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়, এটি মানবাধিকার বিরোধী** কাজ।

শিশুশ্রম

এছাড়া মানবাধিকার বিরোধী আরও অনেক কাজ আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

ক| এসো বলি

কোনো শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দেখলে তুমি কী করবে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। সেই শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তার পরিবারের সাথে কথা বলার অধিকার কি তোমার আছে? এক্ষেত্রে তুমি কী কী করতে পার?

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি উদাহরণ বেছে নাও। কোনো শিশু যদি এ ধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তুমি কী করবে তা বর্ণনা কর।

গ| আরও কিছু করি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি উদাহরণ নির্বাচন কর। অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তুমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অভিনয়ে থাকবে একজন শিশু, একজন ঘটনার সাক্ষী এবং একজন কর্তৃপক্ষ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়ে জ্ঞান অর্জন করলে কীভাবে একটি শিশু বেশি লাভবান হতে পারে?

৪ নারী অধিকার লঙ্ঘন

আমাদের সমাজে কীভাবে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা জেনে নিই :

- মেয়েরা ছেলেদের মতো শিক্ষার সমান সুযোগ পায় না।
- চাকরির ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকে।
- কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান পারিশ্রমিক পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীরা যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু পাচার

অনেক সময় সামান্য কারণে কাজে সহায়তাকারী মেয়েকে নির্যাতন করা হয়। এছাড়াও নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করা হয়। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। এধরনের অন্যায় আচরণ আমাদের মেনে নেওয়া উচিত নয়। এটি মানবাধিকার বিরোধী কাজ। আমাদের উচিত মেয়েদের সমান অধিকার রক্ষায় কাজ করা।

গৃহকাজে সহায়তাকারী নির্যাতিত হচ্ছে

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। অসমতার কিছু উদাহরণ দাও। এক্ষেত্রে তুমি কী করতে পার? আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারি?

নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ| আরও কিছু করি

ছোট দলে ভূমিকাভিনয় কর। ধর, তুমি এমন একজন মেয়েকে জানো যাকে বাইরে ছেলেদের মতো খেলতে দেওয়া হয় না। তুমি তার সমানাধিকার নিশ্চিতের জন্য কী করবে? তিনজন মিলে মা, বাবা ও মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় কর।

অল্প কথায় উত্তর দাও :

বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

অধ্যায় ৮

নারী-পুরুষ সমতা

সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী-পুরুষ সমান অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

এদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদান রাখেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি মনে করতেন নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন নয় বরং সহযোগিতা প্রয়োজন। নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যালয়টি পরে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আজীবন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রোকেয়া স্মরণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর সরকারিভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ক | এসো বলি

নিচের ছকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়তায় বিষয়গুলো আলোচনা কর।

	ছাত্রী	ছাত্র
ভর্তি	৮৪%	৮১%
ঝরে পড়া	৩৪%	৩২%
পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ কিন্তু ফলাফল ভালো নয়	২৮%	২৫%
ভালো ফলাফল নিয়ে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ	২৮%	২৮%

খ | এসো লিখি

নারীদের জন্য কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

গ | আরও কিছু করি

অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের কেন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত তা লেখ।

ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রে শ্রেণিতে কাজ করছে

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

বেগম রোকেয়া .... উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন।

২ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিশ্বজুড়ে ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

কীভাবে নারী দিবস পালন করা শুরু হয়েছিল?

- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী পোশাক শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনে পুলিশ নির্যাতন চালায় এবং অনেককে গ্রেফতার করে।

- ১৯০৮ সালের একই দিনে নিউইয়র্কে পোশাক শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা আরেকটি প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। ১৪ দিন ধরে এই প্রতিবাদ চলে এবং এতে প্রায় বিশ হাজার নারী শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম এবং শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে তাঁরা এ আন্দোলন করেন।
- ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ক্লারা জেটকিন নারীর ভোটাধিকার এবং একটি নারী দিবস ঘোষণার দাবি জানান।
- ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় নারীরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার নারী দিবস হিসেবে পালন করে।
- ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়।

এই দিনটিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

এখানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি আয়োজনের ঘোষণা আছে। এখান থেকে তোমরা কী প্রত্যাশা কর তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

দৈনন্দিন জীবনের সকল স্তরে নারীর সমতার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বব্যাপী 'উৎসাহমূলক পরিবর্তন'-এর দাবি জানানো হচ্ছে। নারী-পুরুষ সমতার অনগ্রসরতাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসাই আমাদের কাম্য।

খ| এসো লিখি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস নিয়ে একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর।

গ| আরও কিছু করি

আগামী ৮ই মার্চ তারিখে নারী দিবস উপলক্ষ্যে তোমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর। এ উপলক্ষ্যে পোস্টার তৈরি কর এবং সম্ভব হলে কর্মস্থলে নারী অধিকার বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাও।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কারা প্রথম শুরু করেছিলেন?

ক. কৃষকরা	খ. নারী পোশাক শ্রমিকগণ
গ. শিক্ষকরা	ঘ. পুলিশ বাহিনী

অধ্যায় ৯

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যায় ৭ ও ৮-এ আমরা মানুষের সমানাধিকার সম্পর্কে জেনেছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এ অধ্যায়ে জানব।

সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে, যেমন :

- ছোটদের ভালোবাসব ও দেখাশোনা করব
- কারও ক্ষতি করব না
- সবার উপকার করার চেষ্টা করব
- সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলব
- সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করব
- বয়স্কদের শ্রদ্ধা করব
- সমাজের বিভিন্ন ধরনের সম্পদ যেমন পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব
- রাস্তায় নিরাপদ থাকব
- অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে সাবধান থাকব

রকিবকে নিয়ে লেখা নিচের ঘটনাটি পড়ি :

রকিব বন্ধুদের সাথে খেলার জন্য একা ঘরের বাইরে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে রকিবের এক বন্ধু পড়ে গিয়ে পায়ে খুব ব্যথা পেল। সে হাঁটতে পারছিলনা। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সবাই ঘরে ফিরছে। তখন রকিব একটা রিকশা ডেকে আনল। আহত বন্ধুকে নিয়ে তার বাসায় পৌঁছে দিল। রকিবের বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেল। তার বাবা-মা চিন্তা করছিল। রকিবের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে তাঁরা খুব খুশি হলেন।

ক | এসো বলি

অন্যদের থেকে রকিব কীভাবে আলাদা তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খেলতে গিয়ে তোমাদের এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা তা শ্রেণিতে সবাই আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

তোমার বিদ্যালয়ে বা এলাকার খেলার মাঠ ও পার্কের পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা যায় সে বিষয়ে একটি নোটিশ তৈরি কর। এরপর তা বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ও পার্কে ঝুলিয়ে রাখ। নোটিশে বিশেষভাবে উল্লেখ কর কোথায় কোথায় ময়লা ফেলতে হবে।

গ | আরও কিছু করি

তোমাদের পরিবারের বয়স্কদের কীভাবে সাহায্য করা যায় ছোট দলে আলোচনা কর। খাবারের ক্ষেত্রে তাঁদের কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন? তুমি কি তাঁদের কিছু পড়ে শোনাতে পার? তুমি কি তাঁদের বেড়াতে নিয়ে যেতে পার?

বয়স্ক মানুষদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

অপরিচিত কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তখন তুমি কী করবে?

২ বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা

বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কিছু উপায় আছে :

- ছুরি, কাঁচিজাতীয় ধারালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করা
- খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ না ধরা
- ঔষধ ও কীটনাশকের গায়ে স্পষ্ট করে লিখে রাখা, যেন ভুলবশত কেউ খেয়ে না ফেলে
- গ্যাসের চুলা ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর বন্ধ রাখা
- আগুনের ব্যবহারে সতর্ক থাকা
- অপরিচিতদের পরিচয় জেনে ঘরের দরজা খোলা
- বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখা

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স

গাছ থেকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার উপায় :

- দেয়াল বা গাছ বেয়ে না ওঠা বা লাফালাফি না করা
- জলাশয়ের আশেপাশে খেলার সময় সতর্ক থাকা
- রাস্তায় খেলাধুলা না করা
- রাস্তা পারাপারে সতর্ক থাকা।

ক| এসো বলি

তুমি কি কখনো পরিচিত কারও কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছ? অথবা তোমার বাড়িতে কি কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল? দুর্ঘটনাটি কী ধরনের ছিল? কেন ঘটেছিল? দুর্ঘটনাটি এড়ানোর কোন কোন উপায় ছিল? ছোট দলে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

এমন একটি দুর্ঘটনা বর্ণনা কর, যে দুর্ঘটনার কবলে তুমি বা তোমার পরিচিত কেউ পড়েছিল। ভবিষ্যতে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যা করবে তা লেখ।

গ| আরও কিছু করি

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে যে উপকরণগুলো থাকে সেগুলোর কোনটি কোন প্রয়োজনে আসে তা তালিকার আকারে লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আমাদের যে উপকারে আসে তা হলো ....

....।

৩ রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা

আমরা কখনো কখনো রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ি। এজন্য পথ চলায় সতর্ক থাকতে হবে। এতে অনেকাংশেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। রাস্তা পার হওয়ার সময় অনুসরণ করতে হয় এমন তিনটি সাধারণ নিয়ম জেনে নিই।

আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটব না। সবসময় ফুটপাত বা রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটব।

রাস্তার দুপাশ ভালো করে দেখে জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হব।

রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ব্যবহার করব।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক বেশি। অনেক সময় গাড়ি, বাস ও ট্রাক বিপজ্জনকভাবে চালানো হয়। তাই রাস্তা পারাপারের সময় বিভিন্ন যানবাহন বিশেষ করে ট্রাক, বাস ও গাড়ির বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাস্তায় পথ চলার সময় আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ক| এসো বলি

নিচে উল্লিখিত সড়ক নিরাপত্তা কোড শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. রাস্তা পারাপারের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটি খোঁজ।
২. রাস্তার বাঁকে বা শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর আগেই থামো।
৩. যানবাহন আসছে কি না তা দেখো এবং শোনো।
৪. যানবাহন আসতে দেখলে, এটিকে পার হতে দাও।
৫. রাস্তা নিরাপদ হলে সোজাসুজি রাস্তা পার হও, দৌড়াদৌড়ি করবে না।

খ| এসো লিখি

স্থানীয় সংবাদপত্রে রাস্তা পারাপারের সময় চালকদের আরও বেশি সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

পাঁচটি দলে (পথচারী, ব্যক্তিগত গাড়ির যাত্রী, মোটর সাইকেল চালক, বাসযাত্রী, সাইকেল চালক) ভাগ হয়ে প্রতি দল সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের দুইটি করে উপায় নিয়ে আলোচনা কর।

ঘ| যাচাই করি

আগের পৃষ্ঠার ছবি থেকে বিভিন্ন ধরনের রাস্তা ব্যবহারকারীর নাম লেখ

১...

২...

৩...

৪ রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য

নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। শিশুদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য সে কর্তব্য আরও বেশি। নিচে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কিছু কর্তব্য উল্লেখ করা হলো।

রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ	রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।
রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা	রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলব। দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব।
আইন মেনে চলা	দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের দেশের সকল আইন মেনে চলতে হয়। আইন অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়।
নিয়মিত কর প্রদান	নিয়মিত কর দেওয়া নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য। এই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়।
ভোটদান	আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। তাই ১৮ বছর বয়স হলে আমাদের অবশ্যই ভোটদানে অংশগ্রহণ করা উচিত। ভোট দেওয়া নাগরিকের দায়িত্ব।
রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা	রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা

প্রতিটি মানুষ কীভাবে সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। আমাদের এই অংশগ্রহণ কি সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করে?

খ | এসো লিখি

তোমাকে যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তুমি কী কী কাজ করবে? তোমার পরিকল্পনার কথা ৫০ থেকে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখ।

গ | আরও কিছু করি

আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

অল্প কথায় উত্তর দাও :

তোমার যখন ভোট দেওয়ার বয়স হবে, তখন তুমি কেমন ব্যক্তিকে ভোট দেবে সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবে?

অধ্যায় ১০

গণতান্ত্রিক মনোভাব

গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন রকম কাজ করি। এসব কাজ করতে আমাদের অনেক সময় নানারকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অন্যের মতামতকে সম্মান করা এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলে।

আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার একটি উদাহরণ পড়ি

শ্রেণিতে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা হবে। কারা শ্রেণিনেতা হতে ইচ্ছুক শিক্ষক জানতে চাইলেন। মোট পাঁচজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা প্রকাশ করল। তবে শ্রেণিনেতা হবে মাত্র দুইজন। শিক্ষক তখন আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে লিখলেন। সব শিক্ষার্থীকে দুই টুকরা কাগজ দিয়ে বোর্ডে লেখা নামগুলো থেকে তাদের পছন্দের দুজন শিক্ষার্থীর নাম দুটি কাগজে লিখে ভাঁজ করে বাক্সে রাখতে বললেন। এভাবে সবার মত দেওয়া শেষ হলে শিক্ষক কাগজগুলো খুলে গণনা করলেন। কার পক্ষে কতজন মত দিয়েছে তা বোর্ডে লেখা নামগুলোর পাশে লিখলেন। এভাবে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে তাকে করা হলো প্রথম শ্রেণিনেতা। আর যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে সে নির্বাচিত হলো দ্বিতীয় শ্রেণিনেতা। সবার মতামত নিয়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচিত হয়েছে বলে সবাই হাসিমুখে তাদেরকে বরণ করে নিল।

নিচের কাজগুলোসহ বিদ্যালয়ে যেকোনো কাজে সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব ও গণতান্ত্রিক আচরণ করব।

- শ্রেণিকক্ষ সাজানো
- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন
- দলনেতা নির্বাচন

ক | এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠার উদাহরণটির আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- উল্লিখিত উপায়টি ছাড়া আর কোন উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত?
- অন্য উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভালো ও খারাপ দিকগুলো কী হতে পারে?
- গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভালো দিকগুলো কী?

খ | এসো লিখি

তোমাদের মাদরাসা বা স্কুলে একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পদ্ধতি কী হবে তা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনার অভিনয় কর। তোমার শ্রেণিতে সাম্প্রতিক সময়ের কোনো ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসাবে বেছে নাও।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

ক. ব্যক্তির মত

খ. দলের মতামত

গ. জনগণের শাসন

ঘ. স্বৈরশাসন

২০২৫

২ বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে

বাড়িতে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একে অপরের মতামত শোনা প্রয়োজন। নিচের কাজগুলোসহ বিভিন্ন কাজে পরিবারের সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।

- আমরা যে খাবারটি খাব
- উৎসব অনুষ্ঠানে যা করব
- কীভাবে ঘর সাজাব

পরিবারে গণতান্ত্রিক মনোভাব

কর্মক্ষেত্রে সর্বস্তরের সহকর্মীদের সাথে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ফলে সকলে এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে ও নিজেদের মত প্রকাশে উৎসাহিত হবে। সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা আরও ভালোভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের জনগণ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন।

আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, কর্মক্ষেত্র সব জায়গায় গণতান্ত্রিক আচরণ করব। এর ফলে আমাদের দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। মনে রাখতে হবে যে আমরা সকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব ও পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

ক | এসো বলি

তোমার বাড়িতে গণতান্ত্রিক আচরণের চর্চা হয় কি না তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

তোমার পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করে তোমার একজন আত্মীয়ের কাছে চিঠি লেখ।

গ | আরও কিছু করি

মনে করো, তোমার এলাকায় একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। অথচ তোমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা জায়গায় রাস্তা চাও। এমন অবস্থায় কীভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা অভিনয় করে দেখাও।

ঘ | যাচাই করি

নিচের কোনটির সাথে কোন গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত জড়িত তা মিল কর।

<table>
<tr><td>বাড়িতে</td><td rowspan="3">সরকার নির্বাচন
কর্মক্ষেত্রের অবস্থা
কী খাওয়া হবে?
কী ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করা হবে?
তোমার বাড়ি তুমি কীভাবে সাজাবে?</td></tr>
<tr><td>কর্মক্ষেত্রে</td></tr>
<tr><td>রাজনীতিতে</td></tr>
</table>

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী

গারো

বাংলাদেশের বৃহত্তর নৃ-গোষ্ঠী বাঙ্গালীদের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। এদের মধ্যে আমরা গারো, খাসি, ম্রো ও ত্রিপুরাদের সম্পর্কে জানব।

ধারণা করা হয় গারো জনগোষ্ঠী প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে তিব্বত থেকে এসে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেন।

ভাষা : গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম আচিক বা গারো ভাষা।

ধর্ম : গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। তবে বর্তমানে বেশির ভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।

সমাজব্যবস্থা : গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ নারীরাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মাতার সূত্র ধরেই তাঁদের দল, গোত্র ও বংশ গড়ে ওঠে।

খাদ্য : গারোদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। তাঁদের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার বাঁশের কোড়ল দিয়ে তৈরি করা হয়, যা খেতে অনেক সুস্বাদু।

বাড়ি : পূর্বে গারো জনগোষ্ঠীর লোকেরা নদীর তীরে লম্বা এক ধরনের বাড়ি তৈরি করতেন যা নকমান্দি নামে পরিচিত। তবে বর্তমানে তাঁরা অন্যদের মতোই করোগেটেড টিন এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন।

পোশাক : গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দকবান্দা ও দকসারি। পুরুষেরা শার্ট, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করেন।

উৎসব : গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়ানগালা। এই সময়ে তাঁরা সূর্য দেবতা সালজং এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নতুন শস্য উৎসর্গ করেন। সাধারণত নতুন শস্য ওঠার সময় অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে উৎসবটি হয়। উৎসবের শুরুতে তাঁরা উৎপাদিত শস্য অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করেন। বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজনা বাজিয়ে এই উৎসবটি পালন করা হয়।

গারো শিশুরা উৎসবে গান গাইছে

২০২৫

ক| এসো বলি

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে যা জানো আলোচনা কর।
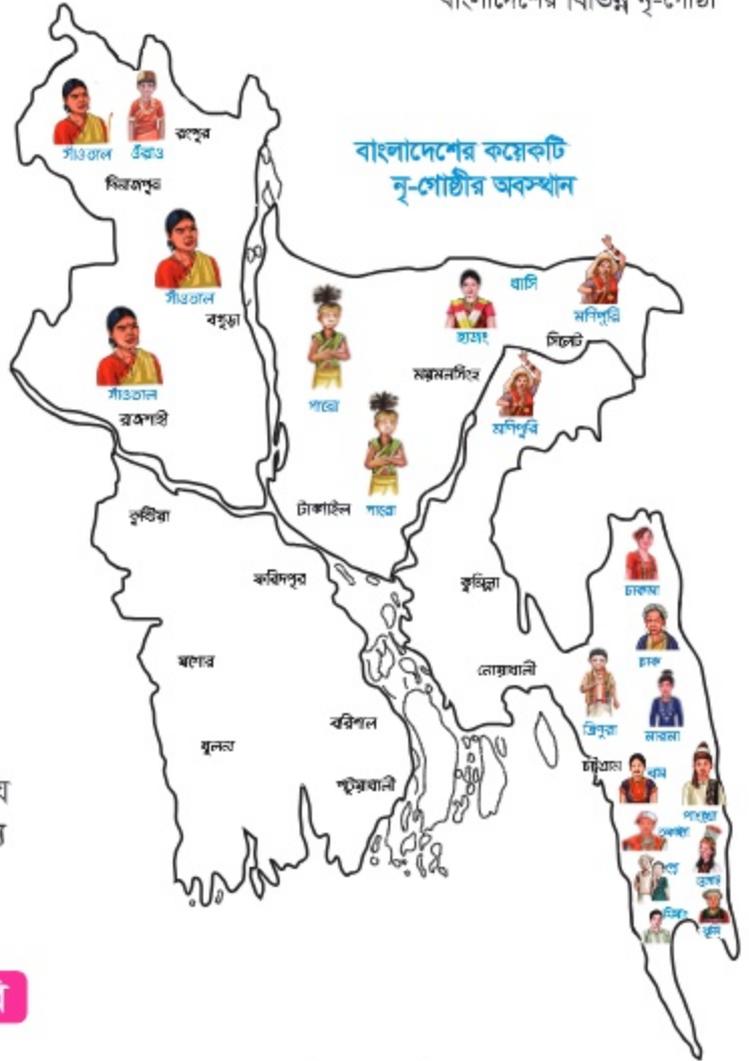
খ| এসো লিখি

গারো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন এসেছে সেগুলোর মধ্যে দুইটি উল্লেখ কর।

গ| আরও কিছু করি

১৮৭২ সালে গারো জনগোষ্ঠী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। গারোদের হাতে ছিল শুধু মিল্লাম আর ইংরেজদের হাতে ছিল বন্দুক। সে সময়কার দুইজন গারো বীরযোদ্ধা টগান নেংমিনজা ও সোনারাম সাংমা। মনে কর এই যুদ্ধ নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির জন্যে একটি পোস্টার আঁক।

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

ধারণা করা হয় গারো জনগোষ্ঠী .... থেকে এসেছেন এবং তাদের আদি ধর্মের নাম.. ।

২ খাসি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় খাসি জনগোষ্ঠী বাস করেন। অতীতে সিলেটে জয়ন্তা বা জৈন্তিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। ধারণা করা হয়, খাসি জনগোষ্ঠী ঐ রাজ্যে বাস করতেন।

ভাষা : গারোদের মতো খাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে। তবে লিখিত কোনো বর্ণমালা নেই। তাঁদের ভাষার নাম মনখেমে।

সমাজব্যবস্থা : এই জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থাও গারো সমাজের মতোই মাতৃতান্ত্রিক। পারিবারিক সম্পত্তির বেশিরভাগের উত্তরাধিকারী হয় পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। খাসি জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁরা প্রচুর পান ও মধুর চাষও করেন।

খাদ্য : খাসিদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাংস, শুঁটকি মাছ, মধু ইত্যাদি। তাঁরা পান-সুপারিকে খুবই পবিত্র মনে করেন। বাড়িতে অতিথি এলে পান-সুপারি এবং চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

পোশাক : খাসি মেয়েরা কাজিম পিন নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরেন। আর ছেলেরা পকেট ছাড়া শার্ট ও লুঙ্গি পরেন, যার নাম ফুংগ মারুং।

ধর্ম : খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন। তাঁদের প্রধান দেবতার নাম উব্লাই নাংথউ যিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা।

উৎসব : সকল ধরনের অনুষ্ঠান যেমন– পূজা পার্বণ, বিয়ে, খরা, অতিবৃষ্টি, ফসলহানি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ, গান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে তারা নানারকম উৎসবের আয়োজন করেন।
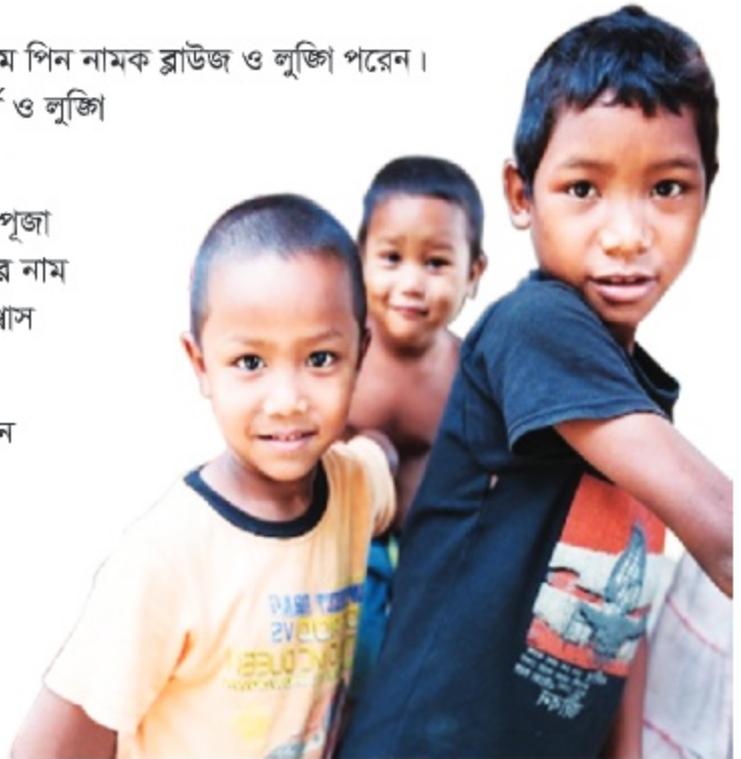
খাসি শিশুরা

ক| এসো বলি

খাসি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জানো তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

গারো ও খাসিদের জীবনযাত্রা তুলনা করে তিনটি বাক্য লেখ।

গ| আরও কিছু করি

উপরের ছবিটি ২০০৮ সালে খাসিয়াপুঞ্জিতে গাছ কাটার প্রতিবাদে আয়োজিত একটি জনসভার। গাছ কাটলে পরিবেশের উপর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
গারোদের মতো খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা ....
....

৩ ম্রো

পার্বত্য অঞ্চলের আরেকটি জনগোষ্ঠী ম্রো। তাঁরা মিয়ানমার সীমান্তের কাছে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাস করেন।

ভাষা : ম্রোদের নিজস্ব ভাষা আছে এবং তার লিখিত রূপও আছে। ইউনেস্কো ম্রো ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। সঠিক উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে এই ভাষা হারিয়ে যেতে পারে।

ধর্ম : ম্রো জনগোষ্ঠীর ধর্মের নাম তোরাই। এছাড়াও 'ক্রামা' নামে আরেকটি ধর্মমত আছে। ম্রোরা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের কেউ কেউ খ্রিস্ট ধর্মও গ্রহণ করেছেন।

সমাজব্যবস্থা : ম্রো পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। তাদের রয়েছে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

বাড়ি : ম্রোরা তাঁদের বাড়িকে বলে কিম। সাধারণত বাঁশের বেড়া ও ছনের চাল দিয়ে মাচার উপর তাঁরা বাড়ি তৈরি করেন।

খাদ্য : ম্রোদের প্রধান খাদ্য ভাত, শুঁটকিমাছ ও বিভিন্ন ধরনের মাংস। তাঁদের অন্যতম সুস্বাদু খাবারের নাম নাপ্পি।

পোশাক : ম্রো মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম ওয়াংলাই। পুরুষরা খাটো সাদা পোশাক পরেন।

উৎসব : জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ম্রোরা বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করেন। ম্রো সমাজের একটি রীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স ৩ বছর হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

ম্রো উৎসব

ক| এসো বলি

ম্রো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জানো তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

খাসি ও গারো জনগোষ্ঠীর সাথে ম্রো জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক তিনটি বাক্য লেখ।

গ| আরও কিছু করি

এটি একটি ম্রো বাড়ি। বাড়িটির দেয়াল, মাচা, এবং ছাদে কোন কোন উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

ম্রো জনগোষ্ঠীর বসবাস যে দেশটির সীমানা ঘেঁষে

.... ।

৪ ত্রিপুরা

পার্বত্য অঞ্চলের আরেকটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নাম ত্রিপুরা। চাকমা ও মারমাদের পর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এই জনগোষ্ঠী বাস করেন।

ভাষা : ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক।

সমাজব্যবস্থা : ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমাজে দলবদ্ধভাবে বাস করেন। দলকে তাঁরা দফা বলে। তাঁদের মোট ৩৬টি দফা আছে। এর মধ্যে ১৬টি বাংলাদেশে বাকি ২০টি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী ত্রিপুরারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ছেলেরা বাবার সম্পত্তি ও মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি লাভ করে থাকেন।

ধর্ম : ত্রিপুরারা বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং শিব ও কালী পূজা করেন। তাঁরা নিজস্ব কিছু দেব-দেবীর উপাসনাও করেন । যেমন-গ্রামের সকল লোকের মঙ্গলের জন্য তাঁরা 'কের' পূজা করেন।

বাড়ি : ত্রিপুরাদের ঘরগুলো সাধারণত উঁচুতে হয় ও ঘরে ওঠার জন্য সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়।

পোশাক : ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের নিচের অংশকে রিনাই ও উপরের অংশকে রিসা বলা হয়। মেয়েরা নানারকম অলংকার, পুঁতির মালা আর কানে নাতং নামে একপ্রকার দুল পরেন । ছেলেরা ধুতি, গামছা, লুঙ্গি, জামা পরেন।

উৎসব : ত্রিপুরা সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে উপলক্ষ্যে নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। তাঁদের নববর্ষের উৎসব বৈসু। এ সময় ত্রিপুরা নারীরা মাথায় ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান ও আনন্দ করেন।

ত্রিপুরাদের বিয়ের একটি অনুষ্ঠান

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা, ধর্ম ও পোশাক সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

গারো, খাসি, ম্রো এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পোশাকের নাম একটি ছকে লেখ।

গ আরও কিছু করি

* মনে করো, তোমার একজন ত্রিপুরা বন্ধু আছে সে তোমাকে তাদের নববর্ষের উৎসব 'বৈসু' তে আমন্ত্রণ করেছে, তুমি এ উৎসবে গিয়ে কী কী করবে?

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বড় অংশ বসবাস করে ভারতের
....।

৫ ওরাঁও

ওরাঁও জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাস করেন।

ভাষা : ওরাঁওদের ভাষার নাম কুড়ুখ ও সাদ্রি।

সমাজব্যবস্থা : ওরাঁও সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ওরাঁওদের গ্রাম প্রধানকে মাহাতো বলা হয়। তাঁদের নিজস্ব আঞ্চলিক পরিষদ আছে, যা পাহতো নামে পরিচিত। এই পরিষদে কয়েকটি গ্রামের প্রতিনিধিরা থাকেন।

ধর্ম : ওরাঁও জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন। তাঁদের প্রধান দেবতা ধার্মেস, যাঁকে তাঁরা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করেন।

উৎসব : ওরাঁওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম। ভাদ্র মাসে উদিত চাঁদের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে কারাম উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও তাঁরা প্রতি মাসে ও ঋতুতে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন।

পোশাক : পুরুষেরা ধুতি, লুঙ্গি, শার্ট ও প্যান্ট পরেন। মেয়েরা মোটা কাপড়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরেন।

খাবার : ওরাঁওদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়াও তাঁরা গম, ভুট্টা, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেয়ে থাকেন।

ওরাঁও জনগোষ্ঠীর বাড়ি ও উৎসব

মানব বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে শক্তিশালী হয়েছে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। গণতান্ত্রিক আচরণ কীভাবে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সহায়তা করছে?

খ। এসো লিখি

এই অধ্যায়ে পাঁচটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা যা শিখেছ সেগুলো একত্র করে একটি ছক তৈরি কর। কাজটি ছোট দলে কর।

গ। আরও কিছু করি

বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে ছবি দিয়ে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর আবাসস্থল চিহ্নিত কর।

ঘ। যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. কোন জনগোষ্ঠী তিব্বত থেকে এসেছেন?

ক. গারো খ. ম্রো গ. ওরাঁও ঘ. খাসি

২. নিচের কোন জনগোষ্ঠী সিলেটে বসবাস করেন?

ক. গারো খ. ম্রো গ. ত্রিপুরা ঘ. খাসি

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশ ও বিশ্ব

জাতিসংঘ

সম্প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। এর প্রধান লক্ষ্য বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫।

জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি শাখা

সাধারণ পরিষদ
এই পরিষদের বিভিন্ন সদস্য শাখার নির্বাচন, বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। প্রতিবছর একবার অধিবেশন হয় এবং একজন সভাপতি নির্বাচিত হন।

সচিবালয়
এটি সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। সচিবালয়ে একজন মহাসচিব থাকেন।

অছি পরিষদ
এর কাজ অছিভুক্ত এলাকাসমূহের তত্ত্বাবধান করা। বর্তমানে অছি পরিষদের কাজ নেই বললেই চলে।

আন্তর্জাতিক আদালত
সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমানাসহ দেশের অন্য যেকোনো বিরোধ মীমাংসা করা এর কাজ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
এটি বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদ
বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এই পরিষদ। এর পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র হলো যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। বাংলাদেশ দুইবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

১। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
২। বিভিন্ন জাতি তথা দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।
৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
৫। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করা।

কোন উদ্দেশ্যটি থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় বলে মনে কর? শ্রেণিতে সবার মত যাচাই কর ও ভোট নাও।

বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র হলেও জাতিসংঘে কী কী অবদান রেখেছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ

গ | আরও কিছু করি

প্রতিবছর ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ পৃথিবীতে যেসকল ক্ষেত্রে অবদান রাখছে সেগুলো সম্পর্কে এই দিনটিতে বিদ্যালয়ে কী করা যায় তার পরিকল্পনা কর।

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
পৃথিবীতে জাতিসংঘ যেসকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে...

২ জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা আছে যার মাধ্যমে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এই সংস্থাগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে।

ইউনিসেফ
এর পুরো নাম জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য কাজ করে।

বিশ্ব ব্যাংক
এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে সাহায্য দিয়ে থাকে।

ইউএনডিপি
এর মূল কাজ বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে কাজ করা এবং জাতিসংঘের কাজগুলোর সমন্বয় সাধন।

ইউনেস্কো
এটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা। সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি (আমাদের ভাষা শহিদদিবস) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
ইতালির রোমে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। সারা বিশ্বের খাদ্য সমস্যা মোকাবিলা ও জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে এটা কাজ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
বিশ্বের ছয়টি অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সংস্থাটির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে।

UNDP

UNESCO

২০২৫

ক | এসো বলি

উল্লিখিত সংস্থাগুলো বাংলাদেশে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করে? যেকোনো একটি সংস্থা নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় তালিকা তৈরি কর।

খ | এসো লিখি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে কী করা যায়, তা শ্রেণিতে আলোচনা কর। তোমাদের এলাকার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে কর?

গ | আরও কিছু করি

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত একটি প্রকল্পের নাম CASE: Clean Air and Sustainable Environment (কেস: বিশুদ্ধ বায়ু ও টেকসই পরিবেশ)। এই প্রকল্পের লক্ষ্য যানবাহন ও ইটের ভাটা থেকে নির্গত দূষণ দূর করা।
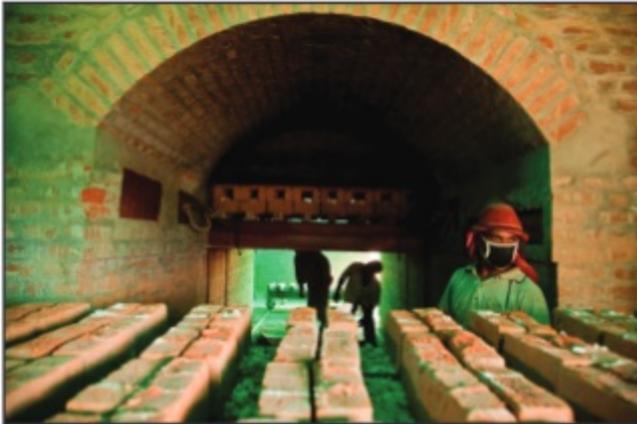
ইটের ভাটায় কেস প্রকল্প

জনগণ যেন দূষণমুক্ত বায়ু সেবন করতে পারে, সেজন্য তুমি কোন বিষয়গুলো প্রকল্পটির জন্য সুপারিশ করবে?

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(✓) চিহ্ন দাও।

কোন সংস্থাটি শিশুদের জন্য কাজ করে?

ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ গ. সার্ক ঘ. ইউএনডিপি

সার্ক-(SAARC) এর পূর্ণরূপ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাতটি দেশ নিয়ে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্ক গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান যুক্ত হয়। জাতিসংঘের মতো সার্কও একটি স্বাধীন উন্নয়নমূলক সংস্থা। নিচে সার্কের আটটি দেশের মানচিত্র দেওয়া হলো :
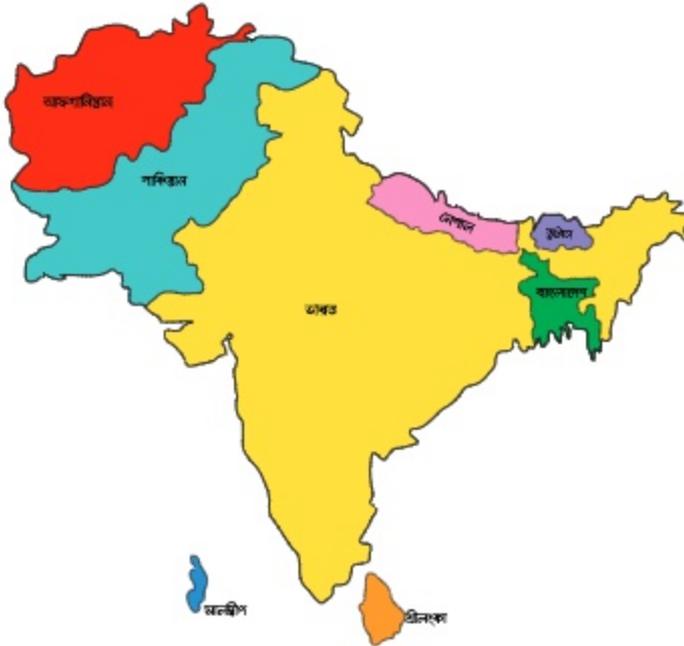
সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১। সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা।
২। দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।
৩। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে দেশগুলোর উন্নয়ন সাধন করা।
৪। দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও পরস্পর মিলেমিশে চলা।
৫। সদস্য দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা ও ভৌগোলিক সীমা মেনে চলা।
৬। এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

ক| এসো বলি

জাতিসংঘ এবং সার্ক কোন কোন কাজগুলো করতে পারে ও কোনগুলো পারে না, তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। জাতিসংঘ ও সার্কের মতো সংস্থার প্রয়োজন কেন?

খ| এসো লিখি

সার্কভুক্ত যেকোনো দেশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিঠি লিখে তোমাদের বিদ্যালয় সম্পর্কে জানাও ও শ্রেণিকক্ষে পড়ে শোনাও।

গ| আরও কিছু করি

নিচে সার্কের লোগোটি দেখ। সার্কের কাজ বর্ণনা করে একটি লিফলেট তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

সার্কের আটটি সদস্য দেশ হলো ....

....।

যাচাই করি (নমুনা প্রশ্ন)

অধ্যায় ১: আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। এমন পাঁচটি ঘটনার কথা লেখ যা মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল।
২। আজ থেকে কত বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?
৩। মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধিগুলো কী কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের কীভাবে সাহায্য করেছিল?
২। বুদ্ধিজীবীদের কারা হত্যা করেছিল?
৩। আমরা এখন কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করি?

অধ্যায় ২: ব্রিটিশ শাসন

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। সিপাহী বিদ্রোহের পাঁচটি কারণ লেখ।
২। ব্রিটিশ শাসনের দুইটি ভালো ও দুইটি খারাপ দিক উল্লেখ কর।
৩। বাংলার নবজাগরণে কারা অবদান রেখেছেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে লেখ।
২। সিপাহী বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা কী ছিল?
৩। সাহিত্যিকগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন?

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। দুইটি প্রাচীন নিদর্শনের নাম লেখ।
২। অষ্টম শতকে কোন ধর্ম পালিত হতো?
৩। প্রাচীন নিদর্শনগুলো কারা আবিষ্কার করেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো কোথায় রাখা হয়?
২। ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শনের কারণসমূহ লেখ।
৩। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত কেন?

অধ্যায় ৪: আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। আমাদের দেশের পাঁচটি শস্যের নাম লেখ।
২। বাংলাদেশের তিনটি বৃহৎ শিল্পের নাম লেখ।
৩। বাংলাদেশের তিনটি কুটির শিল্পের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কৃষি আমাদের কীভাবে সহায়তা করে?
২। আমাদের পোশাক শিল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণনা কর।
৩। বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধ্যায় ৫: জনসংখ্যা

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার তিনটি প্রভাব উল্লেখ কর।
২। সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার তিনটি প্রভাব উল্লেখ কর।
৩। জনসংখ্যা সমস্যার তিনটি সমাধান লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। অধিক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণ কীভাবে উপকৃত হতে পারে?
২। শ্রমশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি?
৩। কারিগরি প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি?

অধ্যায় ৬: জলবায়ু ও দুর্যোগ

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। দুর্যোগের দুটি প্রাকৃতিক কারণ উল্লেখ কর।
২। দুর্যোগের দুটি মানবসৃষ্ট কারণ উল্লেখ কর।
৩। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের তিনটি কারণ উল্লেখ কর।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলোতে নদীভাঙনের প্রবণতা রয়েছে? কেন?
২। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলোতে খরা বেশি হয়?
৩। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ?

অধ্যায় ৭ঃ মানবাধিকার

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। অটিস্টিক শিশুর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২। শিশু অধিকার লঙ্ঘনের তিনটি উদাহরণ দাও।
৩। নারী অধিকার লঙ্ঘনের তিনটি উদাহরণ দাও।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। কোন প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে? কখন?
২। শিশুশ্রমের কারণে শিশুরা কোন অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়?
৩। মানব পাচার বলতে কী বোঝায়?

অধ্যায় ৮ঃ নারী-পুরুষ সমতা

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। নারী নির্যাতনের দুটি কারণ উল্লেখ কর।
২। নারী নির্যাতনের দুটি কুফল উল্লেখ কর।
৩।রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত কত?
২। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করে এমন ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত কত?
৩। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য কী?

অধ্যায় ৯ঃ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। সমাজের প্রতি আমাদের চারটি কর্তব্য উল্লেখ কর।
২। রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের চারটি কর্তব্য উল্লেখ কর।
৩। প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের চারটি সরঞ্জামের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। অপরিচিত মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে তোমার বন্ধুকে কী বলবে?
২। বাড়িতে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় সে সম্পর্কে তোমার বন্ধুকে কী বলবে?
৩। রাস্তায় কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় সে সম্পর্কে তোমার বন্ধুকে কী বলবে?

অধ্যায় ১০ঃ গণতান্ত্রিক মনোভাব

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। বিদ্যালয়ে এমন দুইটি কাজের কথা উল্লেখ কর যেখানে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
২। বাড়িতে এমন দুইটি কাজের কথা উল্লেখ কর যেখানে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৩। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চারটি ধাপ উল্লেখ কর।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় কীভাবে অর্জিত হয়েছিল?
২। কর্মক্ষেত্রে কীভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করা যায়?
৩। তোমার পাড়ায় গণতন্ত্রের চর্চা করা প্রয়োজন কেন?

অধ্যায় ১১ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। পাঁচটি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর পোশাকের উদাহরণ দাও।
২। পাঁচটি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর উৎসবের উদাহরণ দাও।
৩। পাঁচটি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর খাদ্যের উদাহরণ দাও।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করতে পারি?
২। তিনটি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম সম্পর্কে লেখ।
৩। কোনো একজন মানুষ যে ভিন্ন গোষ্ঠীর তা তুমি কীভাবে বুঝবে?

অধ্যায় ১২ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব

অল্প কথায় উত্তর দাও

১। জাতিসংঘের প্রশাসনিক শাখার নাম লেখ।
২। জাতিসংঘের চারটি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম লেখ।
৩। সার্কের চারটি উদ্দেশ্য লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। জাতিসংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
২। ইউনিসেফের কয়েকটি কাজ বর্ণনা কর।
৩। বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত সার্কের দুটি ছোট দেশ সম্পর্কে লেখ।

শব্দভান্ডার

অগ্রদূত- কোনো একটি বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণকারী।

অটিজম- যে মানসিক অবস্থার কারণে শিশুরা অন্যদের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

অর্থকরী ফসল- যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

অর্থনীতি- অর্থ ও ব্যবসাসংক্রান্ত কার্যাবলি।

আবহাওয়া- কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত।

কুটির শিল্প- বাড়িঘরে অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র পরিসরে পণ্য উৎপাদন।

গণতন্ত্র- জনগণের শাসন।

ঘটনাপঞ্জি- কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা।

জমিদার- কোনো একটি অঞ্চলের অনেক জমির মালিক ও শাসক।

জলবায়ু- কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের গড় আবহাওয়া।

নদীভাঙন- পানির স্রোতের কারণে নদীর পাড়ে যে ভাঙন হয়।

বদ্বীপ- অনেকগুলো নদীর মোহনায় পলি জমা হয়ে ত্রিকোণাকৃতি বা "ব" এর মতো যে দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সর্বোচ্চ উপাধি।

মাতৃতান্ত্রিক-যে সমাজব্যবস্থায় পরিবারের প্রধান থাকেন মা।

মিত্রবাহিনী- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বাহিনী।

মুক্তিফৌজ- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী।

মুক্তিবাহিনী- দেশের মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

লঙ্ঘন- অগ্রাহ্য করা, পালন না করা।

সিপাহী- সাধারণ সৈন্য।

ইপিআর- ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস।